আওয়াজ বিডি
www.awaazbd.us

হাসিনার বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ভবনের সংস্কার চলছে। কাজ এগিয়ে নিচ্ছে প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা। জুলাই ম্যাসাকারের অগোছালো মামলা নিয়ে যখন নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে তখন সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন, সহসাই পুরো প্রক্রিয়ায় গতি আসবে। ইতিমধ্যে হাইকোর্টে ২৩ জন বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই ট্রাইব্যুনালে বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হতে পারে। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে বিচার প্রক্রিয়া। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, ট্রাইব্যুনালে গণহত্যার বিচার শুরু হলে সকল দ্বিধা, প্রশ্ন কেটে যাবে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন,

(বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

দেশব্যাপী শুরু হচ্ছে সাঁড়াশি অভিযান

আওয়াজবিডি ডেস্ক: পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম বলেছেন, আমরা পূজার পর ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ মাদক এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সবগুলো নিয়ে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করব। তিনি বলেন, মাঝে মাঝে আপনাদের যে শঙ্কা তৈরি হয় এবং আমাদের কাছে যে অভিযোগ আসে আমরা সেগুলোকে আমলে নিতে চাই। আমরা যেন আইনশৃঙ্খলার অবনতির ঘটনাগুলো প্রতিহত করতে পারি। গতকাল (শনিবার) দুপুরে রাজধানীর রামকৃষ্ণ মিশন পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই কথা বলেন।

(বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

‘আগামী সাত মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্ভব’

আওয়াজবিডি ডেস্ক: সরকার ইচ্ছা করলে এখন থেকে আগামী ৭ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব বলে মনে করেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, সরকার দায়িত্ব নিয়েছে দুই মাস হলো। এরইমধ্যে সংস্কারের জন্য বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। এসব কমিশন ৩ মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে। কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পর এক মাস রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা

(বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

দেশে বাড়ছে সামাজিক সমস্যা

আওয়াজবিডি ডেস্ক: সরকার পতনের পর হঠাৎ করেই যেন বেড়ে চলছে সামাজিক অস্থিরতা। রাজনৈতিক সহিংসতার পাশাপাশি দিনদুপুরে ঘটছে ছিনতাই ও নারী হেনস্তার ঘটনা। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশের

(বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ছে বিএনপির কেন্দ্র থেকে তৃণমূল

আওয়াজবিডি ডেস্ক: ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছে দুই মাস পেরিয়ে গেল। গণ-অভ্যুত্থানের আগে দীর্ঘ ১৭ বছর নানাভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে নেতাকর্মীদের শান্ত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশনা অনেকেই মানছেন না। সারা দেশে বিশৃঙ্খলা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন কেন্দ্রীয় ও তৃণমূলের বহু নেতাকর্মী। যদিও এসব বিষয়ে খুবই কঠোর অবস্থানে থাকতে দেখা যাচ্ছে বিএনপির নীতি নির্ধারকদের। যখন যে নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে সঙ্গে-সঙ্গে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত দলের নেতাদের অপরাধের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে বিএনপিতে। বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চাঁদাবাজি, দখল, হিন্দুদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও দখল, বিতর্কিত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে এবং দলের নীতি ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষে সারা দেশে বিএনপির ২ শতাধিক নেতাকর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ছাত্রদল-যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সূত্র বলছে, চাঁদাবাজি, দখলবাজি এবং নিজেদের মধ্যে খুনাখুনিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগে এই তিন সংগঠনের ৫ শতাধিক নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কাউকে-কাউকে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অনেক জায়গায় অভিযুক্ত

(বাকি অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

হাসিনার বিচারিক

এরইমধ্যে ৪৫টি এবং তদন্ত সংস্থায় ১৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে। সবমিলে ৬১টি অভিযোগ পড়েছে। বেশিরভাগ অভিযোগই আওয়ামী লীগ নেতা, সাবেক মন্ত্রী, এমপি ও পুলিশের সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ পড়েছে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। তিনি ইতিমধ্যে দেশত্যাগ করেছেন। অন্য অভিযুক্তদের একটি বড় অংশও এরইমধ্যে দেশত্যাগ করেছে বলে বিভিন্ন মাধ্যমে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর পরপরই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ অভিযুক্ত মূল আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হবে। ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজিরের ব্যাপারে বড় ধরনের চমক থাকতে পারে। মামলার তদন্ত পদ্ধতিতেও চমক থাকবে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তাজুল ইসলাম মানবজমিনকে বলেন, সবগুলো অভিযোগ এলাকা/জোন ওয়ারী ভাগ করা হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট এলাকার অভিযোগগুলো একসঙ্গে তদন্তের কার্যক্রম শুরু হবে। তিনি বলেন, কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। আবার কারও প্রতি জুলুমও করা হবে না। এটা হবে এমন একটা বিচার যে বিচারের পরে শহীদ পরিবার, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, বাদীপক্ষসহ আসামিপক্ষও মনে করবে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা হয়েছে। এ বিচার কার্যক্রমে দু'টি চ্যালেঞ্জ। এক, বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। প্রত্যেকটা জায়গায় একটা কমন ইনস্ট্রাকশন ছিল গুলি করে সব মেরে ফেলা। এ অপরাধের যে আলামতগুলো সেগুলো সংগ্রহ করা, কম্পাইল করা। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আসামিরা এখনো পলাতক, বিশেষ করে প্রধান আসামি দেশত্যাগ করেছেন। অনেকে এখনো দেশত্যাগের চেষ্টায় আছেন। তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসাটাও চ্যালেঞ্জ। গণহত্যা চালানোর অভিযোগের প্রধান আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কীভাবে বিচারের সম্মুখীন করবেন- এমন প্রশ্নে আইনজীবী তাজুল ইসলাম বলেন, আইনগতভাবেই শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা সম্ভব। তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আইনি প্রক্রিয়া সেটা আমরা শুরু করবো। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের অপরাধী প্রত্যর্পণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ২০১৩ সালে। শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে এ চুক্তিটি হয়েছিল। এই বন্দি বিনিময় চুক্তির মাধ্যমেই তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। যেহেতু অধিকাংশ মামলায় তাকে গণহত্যার প্রধান আসামি করা হয়েছে। সুতরাং এ প্রক্রিয়া শুরুর মাধ্যমে তাকে আইনগতভাবে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার চেষ্টা করবো।

কথা হয় প্রসিকিউটর বিএম সুলতান মাহমুদের সঙ্গে। তিনি বলেন, ৬১টি অভিযোগের মধ্যে বেশিরভাগ মামলা ঢাকার যাত্রাবাড়ী, মোহাম্মদপুর, উত্তরা-আজমপুর, রামপুরা-বনশ্রী, বাড্ডা, মিরপুর ও আশুলিয়া এলাকায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দায়ের করা। ঢাকার বাইরে ময়মনসিংহ ও লক্ষ্মীপুর থেকেও অভিযোগ পড়েছে। প্রায় প্রতিটি মামলাতেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন হলে এসব মামলার প্রধান আসামি শেখ হাসিনাসহ মূল আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়না জারির আবেদন করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে প্রসিকিউটর বিএম সুলতান বলেন, ট্রাইব্যুনালের বিচারক কারা হচ্ছে সে বিষয়ে তার কাছে কোনো তথ্য নেই। তবে চলতি সপ্তাহেই ট্রাইব্যুনালে তিনজন বিচারক নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, জমা পড়া মর্মান্তিক ৬১ অভিযোগের মধ্যে কিছু অভিযোগ চরম মর্মান্তিক। গণহত্যাকারীরা শিক্ষার্থীদের শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। লাশ দাফন ও গোসলেও বাধা দেয়। এমনই একজন শহীদ শেখ ফাহমিন জাফর। লাশ গোসলেও বাধা দেয়। এ বিষয়ে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করেছেন শহীদ শেখ ফাহমিনের মা কাজী মাখমিন শিল্পী। অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খান কামাল, আনিসুল হক, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও উত্তরা স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শহীদ শেখ ফাহমিন জাফর। ১৮ বছরের কিশোর। ছিলেন টঙ্গী সরকারি কলেজের ইন্টারমিডিয়েট প্রথমবর্ষের ছাত্র। গ্রামের বাড়ি নওগাঁর আত্রাই উপজেলার তারাটিয়া গ্রামে। ১৮ই জুলাই সকাল। ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে। মায়ের অনুমতি নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন ফাহমিন। আন্দোলনে যাওয়ার সময় মাকে একটি আরজি জানান। মাকে বলেন, আমি যদি আন্দোলনে শহীদ হই তবে আমার লাশ যেন ঘরে না আনা হয়। লাশ নিয়ে সোজা গণভবনে যাওয়া হয়। আন্দোলন সফল না হওয়া পর্যন্ত লাশ গণভবন থেকে যেন নিয়ে আসা না হয়। এ কথা বলে উত্তরা আজমপুর সুপার মার্কেট এলাকায় সংঘটিত হওয়া আন্দোলনে যোগ দেন ফাহমিন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। শহীদ হন ফাহমিন। ঢাকার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে পাওয়া যায় তার লাশ। লাশ দাফন করানোর জন্য গোসল করাতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় উত্তরার স্থানীয় মসজিদ কমিটি লাশ গোসল করাতে বাধা দেয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ জাফরের শার্টের পকেটে রক্তাক্ত অবস্থায় তার লেখা দু'টি কবিতা পাওয়া যায়। একটি কবিতা সিঁড়ি। আজ স্বাধীনতার পর, কেন স্বাধীন দেশের ছাত্রের রক্ত ঝরলো? কেন তাদের প্রাণ গেল? যে কথা বলার স্বাধীনতা নেই। কেমন স্বাধীনতা পেলাম? যেখানে আন্দোলনে গুলি ছোড়ে! স্বাধীনতার মূল্য কোথায়? পরাধীন রাষ্ট্রে ভাই রফিক, জব্বারের রক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রে ভাই সাঈদ, রাফির রক্ত। তাহলে কী স্বাধীনতা পাইনি। স্বাধীনতা পেলাম তো রক্ত কেন দিলাম? রক্ত দিলাম তোর স্বাধীন দেশে তাই রক্ত দিয়ে আবার স্বাধীনতা আনবো।

আরেকটি কবিতা- হয়তো মানুষ হতে চাই...। বিষ মতন ওষুধ চাই, বেঁচে থাকতে দোয়া চাই। মৃত আত্মায় প্রাণ চাই জীবিত দেহে কাফন চাই। মহাকালের ভুল পথে সুপথ চাই সুপথে চলতে পা চাই। মস্তিষ্কে বিবেক চাই বিবেক, ভালো-মন্দ বিচার করতে চাই। মরে যেয়েও বেঁচে আছি আমি... মরে যেয়েও বেঁচে আছি আমি। বিশ্রি থেকে শুশ্রি হতে চাই সর্বোপরি মানুষ হতে চাই।

এমন আরও অনেক ঘটনার অভিযোগ রয়েছে। শহীদ পরিবারের দাবি, আমরা কিছুই চাইনা। শুধু চাই পুত্র হত্যার বিচার। তবে বিচারটা যেন দীর্ঘসূত্রীতায় পড়ে না থাকে। জীবদ্দশায় যেন বিচার দেখে যেতে পারি। গত ৫ই আগস্ট বিকালে সাভারের আশুলিয়ায় শহীদ হন মানারত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ত্রিপলী ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী আহনাফ আশরাফ উল্লাহ। এ বিষয়ে শহীদ আহনাফের বোন ঢাকা জজ কোর্টের আইনজীবী সাইদা আক্তার মানবজমিনকে বলেন, গত ৫ই আগস্ট শহীদ হয় আমার একমাত্র ভাই আহনাফ। ওর স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে দেশ মাতৃকার জন্য কাজ করা। কিন্তু আল্লাহ তার আগেই এই দেশের স্বাধীনতার জন্য কবুল করেছেন। এখন আর ভাই এর জন্য কান্না করি না। ওকে ভাই পরিচয় দিতে আমি গর্ববোধ করি। এই সরকারের কাছে আমাদের একটাই দাবি, আমার ভাইসহ সব শহীদ হত্যার বিচার চাই। আইনের মারপ্যাচে যেন কেউ বের হয়ে যেতে না পারে।

খুব দ্রতই পুনর্গঠন হবে ট্রাইব্যুনাল। এরই মধ্যে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত পরিচালনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে ১০ কর্মকর্তার সমন্বয়ে তদন্ত সংস্থা পুনর্গঠন করে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তদন্ত সংস্থায় কো-অর্ডিনেটর পদে মো. মাজহারুল হককে (এডিশনাল ডিআইজি, অবসরপ্রাপ্ত) এবং কো-কোঅর্ডিনেটর পদে মুহাম্মদ শহিদুল্যাহ চৌধুরীকে (পুলিশ সুপার, অবসরপ্রাপ্ত) যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

দেশব্যাপী শুরু হচ্ছে

তিনি বলেন, দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যে নাশকতার আশঙ্কা ছিল বাস্তবে তা নেই। শান্তিপূর্ণভাবেই এ বছর পূজা উদযাপিত হচ্ছে। এ সময় আইজিপি আরও বলেন, গতকাল রাতে তাতিবাজার পূজা মণ্ডপে ছিনতাইকারীদের হামলার বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তারও হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন, তদন্ত করা হচ্ছে।

বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী, প্রতিরোধে নেই কার্যকর পদক্ষেপবাড়ছে ডেঙ্গু রোগী, প্রতিরোধে নেই কার্যকর পদক্ষেপ

আইজিপি বলেন, ইতোমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন কয়কটি ঘটনার তথ্য আমরা জেনেছি। ঘটনা যত ছোটই হোক না কেন যেখানেই ঘটছে তাৎক্ষণিক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'বিভিন্ন বাহিনীর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। গতকাল তাঁতিবাজারের ঘটনায়ও চাঁদাবাজ ও ছিনতাইকারীদের আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলাও হবে।'

তাঁতিবাজারে মণ্ডপে আহতদের পরিদর্শনে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টাতাঁতিবাজারে মণ্ডপে আহতদের পরিদর্শনে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা ময়নুল ইসলাম বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে ধরনের প্রচারণা চালানো হচ্ছে সেগুলো ফ্যাক্টচেক করে দেখা গেছে, তার বিভিন্ন তথ্যই গুজব ছিল। এ সময় যেখানেই গুজব ছড়ানো হবে তাদের বিরুদ্ধে তথ্য দিলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। তিনি বলেন, যারা অপতৎপরতা চালাতে চায় তাদের সংখ্যা সীমিত। আমরা যদি একতাবদ্ধ থাকি এই সংখ্যা কোনো সংখ্যাই না। গতকালের ঘটনাই তার প্রমাণ। আমরা কিন্তু তাদের ধরেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সুতরাং যারাই কোনো অপরাধ করতে চাইবে তাদের পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সেটুকুভাবে আশ্বস্ত করতে চাই। চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ সকল অপরাধের তথ্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে আইজিপি বলেন, 'আমি বলব কোনো সংবাদ যদি সেনসেটিভ মনে হয় তবে সে বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানান। সেটা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় জানছেন অথবা অন্যভাবে জানছেন সেটা আমাদের জানান। আপনার পরিচয় গোপন করে জানান। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অথবা চাঁদাবাজি যেটাই হোক না কেন চুপ করে দেখেন আমরা ব্যবস্থা নেই কি না। আমরা আপনাদের পাশে আছি, সবার পাশে আছি। আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে চাই।'

'আগামী সাত মাসের

যেসব বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো যায় সেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া সহজ হবে। কিছু বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো জাতির সামনে অঙ্গীকার করবে, সংবিধান সংস্কারসহ যেসব বিষয়ে পরিবর্তনের জন্য নির্বাচিত সংসদের প্রয়োজন হবে। সরকার ইচ্ছা পোষণ করলে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শেষে পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। এরজন্য নির্বাচনের প্রস্তুতি এখনই শুরু করতে হবে। দ্রুত নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। গতকাল মানবজমিন'র সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপি'র বৈঠকেও সালাহউদ্দিন আহমেদ এই রোডম্যাপ উত্থাপন করেন। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে বিএনপি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে আসছিলো। সালাহউদ্দিন আহমেদের বক্তব্যে এ ব্যাপারে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তবে এটি কোন চূড়ান্ত টাইম লাইন ধরনের কিছু নয়। এটি একধরনের প্রস্তাব।

দেশে বাড়ছে

নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে নীরব চাঁদাবাজি, দখল। নানা অজুহাতে তৈরি হচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ। অশান্ত হয়ে উঠছে পাহাড়। মাঝে মাঝেই দেশের বিভিন্ন স্থানে গণপিটুনিতে নির্মম মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা চলছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, একটি মহল বিরামহীনভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে পরিস্থিতি অশান্ত করতে। পার্শ্ববর্তী একটি দেশ সেটাকে উসকানি দিয়ে যাচ্ছে বলে অভিমত তাদের। মানবাধিকারকর্মী ও অপরাধ বিশ্লেষক নূর খান বলেন, সাবেক স্বৈরাচার সরকার সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়ে পালিয়েছে। তবে তার অনুচরেরা রয়ে গেছে। তারা এখনো সক্রিয়। সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে। তবে সরকারের উচিত হবে কঠোর হস্তে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা। পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর হাতিরঝিল থানাধীন মহানগর প্রজেক্ট এলাকায় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা তানজিল জাহান ইসলাম তামিম (৩৪) নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন। ফ্ল্যাটের মালিকানা নিয়ে বিরোধের জেরে একটি আবাসন প্রতিষ্ঠানের লোকজন ও ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা তাকে খুন করে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে নির্মাণাধীন একটি ভবনের ফ্ল্যাট কিনতে যাওয়া ক্রেতার কাছ থেকে ৭২ লাখ ৮০ হাজার টাকা লুট করে নেয় একটি সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী চক্র। মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনের ৫ নম্বর রোডে অবস্থিত একটি ডেভেলপার কোম্পানির অফিসে এ ঘটনা ঘটে। টাকা লুটের পর ক্রেতা ও তার স্ত্রী-সন্তানকে রুমের মধ্যে তালাবদ্ধ করে পালিয়ে যায় চক্রটি। পরবর্তীতে এ চক্রের ছয় সদস্যকে ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকাসহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এ তো গেল মাত্র দুটি ঘটনা। তবে এমন ঘটনা রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় হরহামেশাই ঘটছে। ছিনতাই ও চাঁদাবাজির শিকার অনেক ভুক্তভোগী থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করারও সাহস পাচ্ছেন না- উল্টো নিরাপত্তাহীনতার ভয়ে। অভিযোগ রয়েছে, দেশের বিভিন্ন এলাকায় দুর্বৃত্তদের অনেকে বিএনপি এবং তার অঙ্গসংগঠনের কর্মী বা কিছু জায়গায় সমন্বয়ক বলেও নিজেদের জাহির করছে। সামাজিক অপরাধ বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) মো. ইসরাইল হাওলাদারের কাছে। তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, সামাজিক অপরাধ বাড়ছে এর সঙ্গে আমরা একমত নই। গত ৫ আগস্টের পর থেকে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, তা এখন অনেক নিয়ন্ত্রণে। আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি পূজার নিরাপত্তার ওপর। তিনি বলেন, পুলিশ আগের চেয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী। অপরাধী যেই হোক না কেন, কাউক ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। বিশেষ করে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গতিবিধির ওপর আমাদের নজরদারি রয়েছে।

নারী নির্যাতন : গত ২১ সেপ্টেম্বর বেলা ২টার দিকে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় হামলার শিকার হয়েছেন নারী পর্বতারোহী শায়লা বীথি। ধানমন্ডি থানায় লিখিত অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, তিনি মাদার কেয়ার হাসপাতালের সামনের ওভারব্রিজ থেকে নিচে নামছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি পেছন থেকে হঠাৎ তাঁর চুল মুঠি করে ধরে তাঁকে টেনে নিচে ফেলে দেন। এরপর তাঁকে মারধর করেন। তখন তিনি চিৎকার শুরু করলে লোকজন এগিয়ে এলে ওই ব্যক্তি সেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। ছিনতাই করতে হত্যা : গত বুধবার রাতে ঢাকার কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া ইউনিয়নের বেলনা এলাকায় অবস্থিত ইকো রিসোর্টের পাশে চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। নিহত অটোরিকশা চালকের নাম মো. রকি (২১)। তিনি উপজেলার শাক্তা ইউনিয়নের নারায়ণপট্টি গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয়দের ধারণা, ছিনতাইকারীরা অটোরিকশা ছিনতাই করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের বাধা দেওয়ায় চালককে হত্যা করে তারা গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর গত দুই মাসে ৬২৫ জন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগ পরিকল্পিত হত্যার শিকার। এর মধ্যে আগস্ট মাসে ৫৪১ জন ও সেপ্টেম্বরে ৮৪ জন নিহত হন। একই সঙ্গে দুই মাসে ১০ হাজারের বেশি মানুষ কমবেশি আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে গণপিটুনিতে মারা গেছেন ৬৫ জন। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কমপক্ষে ৯০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

৮৩টি 'রাজনৈতিক সহিংসতা' : সেপ্টেম্বর মাসে কমপক্ষে ৮৩টি 'রাজনৈতিক সহিংসতার' ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৭০৬ জন। সেপ্টেম্বরে উল্লেখযোগ্য বড় ঘটনার মধ্যে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে বাঙালি-পাহাড়িদের সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ছয়জন নিহত ও শতাধিক আহত হওয়ার ঘটনায় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আশুলিয়া, সাভার, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এ সময় অনেকে আহত হয়েছেন। এ মাসে দেশের বিভিন্ন জেলায় বেশ কয়েকটি মাজারে হামলার ঘটনায় আহত হয়েছেন শতাধিক।

সেপ্টেম্বরে ১১০ জন নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪৪ জন, যাদের মধ্যে ১৫ জন ১৮ বছরের কম বয়সি শিশু। পিটিয়ে মানুষ হত্যা : দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাঝে মাঝেই পিটিয়ে মানুষ হত্যার অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে ৩৫টি ঘটনায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এদের অনেকে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন। এর বাইরে সাম্প্রতিক আলোচিত হত্যাকান্ডের মধ্যে কক্সবাজারের চকরিয়ার ডুলাহাজারা ইউনিয়নের মাইজপাড়া এলাকায় অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকালে ডাকাতের ছুরিকাঘাতে সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জন নিহত হয়েছেন।

অপরাধ বিশ্লেষক এবং একাধিক সংস্থার কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মাঠপর্যায়ে পুলিশের অনুপস্থিতি, সরকার পরিবর্তনের পর পূর্ববিরোধ, দখলবাজি, আইনকে তোয়াক্কা না করা, রাজনৈতিক বিরোধসহ সামাজিক নানান বিরোধের জেরে আরও অনেক কারণে খুনের ঘটনা ঘটছে। অন্তর্বর্তী সরকারের দুই মাস পূর্ণ হয়েছে ৮ অক্টোবর। তবে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় চাওয়া ছিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি। তবে এক্ষেত্রে সরকার প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারছেন না বলে মনে করছেন তারা। সংঘর্ষ ও জামিন নিয়ে শঙ্কিত ব্যবসায়ীরা : গত ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টার দিকে রায়েরবাজারে সাদেক খান আড়তের সামনে স্থানীয় দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নাসির (৩০) ও মুন্না (২২) নামের দুই যুবক খুন হন। জোড়া খুনের ঘটনায় গত ২২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় মামলায় আসামি হয়েছে। প্রায় দুই যুগ পর জামিনে বের হওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমামুল হাসান হেলাল ওরফে পিচ্চি হেলাল। স্থানীয়রা বলছেন, কারাগার থেকে বের হওয়ার পর থেকে মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি এলাকায় তার অনুসারীদের আনাগোনা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ওই এলাকার ব্যবসায়ীরা। পুলিশ বলছে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এলাকার 'দখল' নিতে সন্ত্রাসীদের দুই পক্ষের বিরোধ থেকে জোড়া খুনের ওই ঘটনা ঘটেছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মগবাজারের বিশাল সেন্টারে দলবল নিয়ে মহড়া দিয়েছেন শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন। একটি দোকান দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। পরে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে ডেকে কথা বলেছেন। এ নিয়ে সেখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র বলছে, সরকার পরিবর্তনের পর থানায় থানায় হামলার পাশাপাশি অনেক পুলিশ সদস্য নিহত হন। এ কারণে মাঠপর্যায়ে পুলিশ তেমন সক্রিয় থাকতে পারেনি। এতে বাহিনীর সদস্যদের মনোবলও ভেঙে যায়। ফলে অপরাধ বেড়ে যায়। দেশে সামাজিক নানা অস্থিরতার কারণে হত্যার পাশাপাশি নানা অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, যারা এসব হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত, তাদের গ্রেপ্তার করে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এইচআরএসএসের প্রতিবেদন : এদিকে এইচআরএসএসের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে গত সেপ্টেম্বরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর কমপক্ষে দুটি হামলার ঘটনায় ১টি মন্দির ও ৪টি প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, নোয়াখালী, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও শরীয়তপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় মাজারে হামলা, ভাঙচুর, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৯০ জন। সেপ্টেম্বর মাসে ৩৪টি শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১৬ জন এবং আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৭৬ জন। এ বিষয়ে সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি নাজমুল হাসান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, দেখুন বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য পুলিশকে আরও মোটিভেশন দিতে হবে। ভালো কাজের জন্য ইনসেনটিভের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহলে পুলিশ আরও বুস্টআপ হবে। পুলিশের অনেক সদস্য নিহত হওয়া এবং স্থাপনাগুলোতে হামলার কারণে বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে জড়তা কাজ করছে। এজন্য সাধারণ মানুষও অনেক সাফার করছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পুলিশ সদর দপ্তর যদি চায় অন্য বাহিনীর সহায়তা নিতে পারে। তবে যে কোনো মূল্যে পুলিশকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। নইলে সামাজিক অস্থিরতা কমবে না।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য কিছু হত্যাকান্ড : গত ২০ সেপ্টেম্বর রাতে যশোরে মাথায় গুলি করে মেহের আলী (৪৫) নামের এক প্রবাসীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত মেহের আলী ওই এলাকার আবদুল মালেক মন্ডলের ছেলে। তিনি সম্প্রতি কুয়েত থেকে দেশে ফেরেন। তিনি স্থানীয় বিএনপির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। স্বজনদের দাবি, চাঁদাবাজি ও রাজনৈতিক কোন্দলে এ হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এর পর পরই গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের বাঁশবাড়ি গ্রামে চোর সন্দেহে মো. ইসরাফিল নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এরপর হবিগঞ্জের বাহুবলে ধান খেত থেকে মাসুক মিয়া (৩২) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ সময় পিরোজপুরে এক স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এর আগে গত ২১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গেন্ডারিয়া এলাকায় ছুরিকাঘাতে মো. জিন্নাহ (৬০) নামের ব্যাটারিচালিত এক রিকশাচালক খুন হয়েছেন। ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর খিলক্ষেতের নিকুঞ্জ এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মুনতাকিম আলিফ (২৭) নামের এক তরুণ নিহত হন। ২৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মহাখালীতে নেশার টাকা না দেওয়ায় মশিউর রহমান (৪৫) নামের এক ব্যক্তি আপন ছোট ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছেন। ২৩ সেপ্টেম্বর বাসায় চুরি করতে গিয়ে দুই চোর নটর ডেম কলেজের অফিস সহকারী লিপিকা গোমেজকে হত্যা করে বলে জানিয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এ ছাড়া সম্প্রতি চট্টগ্রামে শাহাদাত হোসেন নামের এক যুবককে চোখ বেঁধে গান গাইতে গাইতে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক আধিপত্য নিয়ে বিরোধে বগুড়ায় খুন হন দুজন। ৬ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইলের নাগরপুরে পঞ্চাশোর্ধ্ব এক ব্যক্তি ও তার ভাতিজাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে খুনের অভিযোগে এক যুবককে আটক করে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা। এতে তারও মৃত্যু হয়। আবার গত ১৩ সেপ্টেম্বর মাদারীপুরে গরু চোর সন্দেহে দুজনকে গণপিটুনিতে হত্যা করা হয়েছে। রাজশাহীতে গণপিটুনিতে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আবদুল্লাহ আল মাসুদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) গণপিটুনির শিকার ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের সামনে তোফাজ্জল হোসেন নামে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

অপরাধকর্মে জড়িয়ে

বিএনপি নেতারা বলছেন, দলটির কেন্দ্রীয় প্রায় ১৫ জনের মতো নেতার বিরুদ্ধে দলের নীতি-আদর্শ এবং শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এসেছে, তাদের পদ স্থগিত করা হয়েছে। আর যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অপেক্ষাকৃত হালকা তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় টিপুর পদ ৩ মাস স্থগিত করল বিএনপি

খুলনায় বিএনপির সমাবেশে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, বহিষ্কার ৪

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যেতে বিতর্কিত ব্যবসায়ী গাড়ি ব্যবহার এবং যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকনের বিরুদ্ধে আরেক বিতর্কিত সোনা ব্যবসায়ী দিলীপ কুমার আগারওয়ালার সঙ্গে বৈঠকের অভিযোগ ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই দুই জনকে শোকজ করা হয়।

চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মাহবুব উদ্দিন খোকন ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সেলিম রেজা হাবিবের বিরুদ্ধে দলীয় নির্দেশনা উপেক্ষা করে নিজ-নিজ সংসদীয় এলাকায় মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করার অভিযোগে শোকজ করা হয়েছে। চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের আরেক সদস্য রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে গণমাধ্যমকে হুমকি দিয়ে বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে শোকজের পাশাপাশি পদাবনতি দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়।

বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ও কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলামের (বাবুল) অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং এক কর্মী খুনের ঘটনায় এই দুই নেতার দলীয় পদ স্থগিত করা হয়। যদিও শামা ওবায়েদকে নিয়মিত দলের কূটনৈতিক বৈঠকে অংশ নিতে দেখা যায়। পদ স্থগিত হওয়ার পর কেন কীভাবে তিনি বৈঠকে অংশ এই নিচ্ছেন— এই নিয়ে বিএনপির একটা অংশের অসন্তোষ রয়েছে। দখলবাজির অভিযোগে বিএনপির আরেক সাংগঠনিক সম্পাদক বিলকিস জাহান শিরিনের পদ স্থগিত করা হয়েছে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাইফুল আলম নীরব—এই দুই নেতার নেতৃত্বে গত আড়াই মাস আগে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির কমিটি দেওয়া হয়। কিন্তু নীরবের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি আর আমিনুল হকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) নির্বাচনে দলের আরেক নেতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নেতৃত্বাধীন মহানগর উত্তর কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়।

ঝুট ব্যবসার কাজ নিজ দলের নেতাকর্মীদের পাইয়ে দিতে সুপারিশের অভিযোগে ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা ও ভালুকা উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফখরুদ্দিন আহমেদ বাচ্চুকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। বিএনপির নাম ব্যবহার করে এই কাজ করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয় দলের পক্ষ থেকে।

বিতর্কিত ব্যবসায়ী এস আলম গ্রুপের বিলাসবহুল গাড়ি সরানোর ঘটনার অভিযোগ উঠলে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার বিএনপির আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান, যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল হক এনাম ও কর্ণফুলী বিএনপির আহ্বায়ক এস এম মামুন মিয়াকে শোকজ করা হয়। কিন্তু শোকজের জবাব সন্তুষ্ট না হওয়া ওই কমিটি বিলুপ্ত করে দেয় বিএনপি।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব (দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিষয়ে বিএনপির অবস্থান কঠোর। অপকর্মে যুক্ত হয়ে কেউ ছাড় পাচ্ছে না, পাবে না।'

তিনি বলেন, 'দলের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হয়েছে, যত গুরুত্বপূর্ণ নেতাই হোন না কেন, কেউ অনিয়মে জড়ালে ছাড় নেই।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির স্থায়ী কমিটির এক সদস্য বলেন, "৫ আগস্টের পর থেকে সারাদেশে দখল, চাঁদাবাজি কিংবা বিভিন্ন স্থানীয় ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিএনপির এক শ্রেণির অসাধু নেতার বিরুদ্ধে। দল তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে-ধীরে অভিযোগের মাত্রা কমে আসছে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনায় বিএনপিকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, "আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে এ ধরনের অভিযোগ শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। না হলে তার প্রভাব পড়বে ভোটে। একটি রাজনৈতিক দল, যারা একসময় বিএনপির জোটে ছিল, তারা নিজেরাও দখলের অভিযোগ এনে ভোটে নিজেদের ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'

"তারা যেন এই সুযোগ নিতে না পারে তার জন্য অভিযুক্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিএনপিকে এখন থেকে আরও শক্ত অবস্থানে যেতে হবে" বলে মনে করেন বিএনপির এই স্থায়ী কমিটির নেতা।

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শেরপুরে সংঘর্ষে ছাত্রদলের জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম শ্রাবণ (৩০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১০ সেপ্টেম্বর মারা যান। তার আগে ৬ সেপ্টেম্বর গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত হন কালীগঞ্জের মোক্তারপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি এমদাদুল হক (৬০)।

২১ আগস্ট ফরিদপুরের নগরকান্দায় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় কবির ভুঁইয়া (৫৫) নামে একজন নিহত হন।

এছাড়া বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ গত কয়েকদিনে চাঁদপুরে কমপক্ষে ৫০ জন, নওগাঁয় কমপক্ষে ২০ জন, জামালপুরে কমপক্ষে ৩০ জন, কুষ্টিয়ায় কমপক্ষে ১০ জন, কুমিল্লায় কমপক্ষে ৫ জন, নীলফামারীতে কমপক্ষে ১০ জন এবং গাজীপুরে কমপক্ষে ১০ আহত হওয়ার খবর প্রকাশ হয় গণমাধ্যমে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ঢাকা পোস্টকে বলেন, 'দলীয় নীতি ও শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে সঙ্গে-সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোথাও-কোথাও মামলা পর্যন্ত করা হয়েছে। আগামীতেও এটি অব্যাহত থাকবে।'

দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় নেতাদের কার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, সেটা আমি জানি না। তবে, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে যথাযথ তদন্ত করে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।'

শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষকের বিকল্প নেই

মো. রহমত উল্লাহ্

শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। এই মানুষ গড়ার কারিগর যত বেশি যোগ্য হবেন, সুদক্ষ হবেন ততবেশি, যোগ্য নাগরিক পাব আমরা। তাই তো জীবনের সব পরীক্ষায় অতিউত্তম ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি একজন শিক্ষককে চলায়, বলায়, সাজে, পোশাকে, চিন্তায়, চেতনায়, জ্ঞানে, দক্ষতায়, মেধায়, নীতিতে, আদর্শে, দেশপ্রেমে, জাতীয়তাবোধে, আধুনিকতায় হতে হয় উত্তম। এসব বিবেচনায় যার উত্তম হওয়ার ইচ্ছা আছে, যোগ্যতা আছে, শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে নেওয়ার মানসিকতা আছে তাকে বাছাই করার কাজটি আসলেই কঠিন। আমাদের দেশে শিক্ষক বাছাইয়ের প্রচলিত-প্রক্রিয়া কতটা মানসম্মত তা ভেবে দেখা উচিত। বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বাছাই ক্ষমতা এনটিআরসিএর হাতে নেওয়ার ফলে আগের তুলনায় কিছুটা অধিক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ পাচ্ছেন সারা দেশে। তথাপি সেই মান প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছেনি।

এখনো কিছু কিছু বিষয়ে এমন শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ পাওয়া যাচ্ছে, যাদের সাধারণ জ্ঞান ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের গভীরতা ও প্রায়োগিক ক্ষমতা অত্যন্ত কম এবং তারা জানেন না ও পারেন না অনেক শব্দের সঠিক বানান ও উচ্চারণ! শ্রেণিকক্ষেও পরিহার করতে পারেন না আঞ্চলিক ভাষা! প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই আরও উন্নত করতে হবে শিক্ষক বাছাই-প্রক্রিয়া।

সর্বস্তরেই বৃদ্ধি করতে হবে শিক্ষক হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বাছাইয়ে মূল্যায়ন করতে হবে আরও অনেক বিষয়। তদুপরি শিক্ষক বাছাইকালে অবশ্যই প্রার্থীদের অংশগ্রহণ করাতে হবে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে ও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে। যেন মূল্যায়ন করা যায় তাদের কথা বলার ও পাঠদানের তথা কোনো কিছু উপস্থাপনের দক্ষতা এবং চিহ্নিত করা যায় অযোগ্যতা বা দুর্বলতা।

একজন ভালো শিক্ষক আজীবন লালন করবেন জানার এবং জানানোর ঐকান্তিক ইচ্ছা। শিক্ষককে জ্ঞানার্জনে হতে হবে নিরলস। অত্যন্ত সমৃদ্ধ হতে হবে নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানে। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি অত্যন্ত ভালোভাবে জানা থাকতে হবে শিক্ষার সংজ্ঞা, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষাদানের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষককে থাকতে হয় সমৃদ্ধ। জানতে হয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, সুফল-কুফল এবং সে আলোকে শিক্ষার্থীকে দিতে হয় সঠিক দিকনির্দেশনা। শিক্ষালাভে শিক্ষককে সদা সর্বদা থাকতে হয় সক্রিয়। হতে হয় বই ও প্রকৃতির একনিষ্ঠ পাঠক এবং সেভাবেই গড়ে তুলতে হয় শিক্ষার্থীদের। শিক্ষক নিজে হতে হয় সবচেয়ে বড় শিক্ষার্থী। যিনি নিজে শিক্ষার্থী নন, তিনি অন্যের শিক্ষক হবেন কী করে?

শিক্ষাদান শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। আর শিক্ষাগ্রহণ শিক্ষকের গুরুদায়িত্ব। শিক্ষাদানের পূর্বশর্তই শিক্ষাগ্রহণ। প্রতিনিয়ত শিক্ষাদান কার্যের পূর্বপ্রস্তুতি হচ্ছে প্রতিনিয়ত শিক্ষাগ্রহণ। অবশ্যই থাকতে হবে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ। যে শিক্ষক ভাববেন, আমি কেবল পড়াব, পড়ব না; সে শিক্ষক কখনো ভালো শিক্ষক হবেন না। শিক্ষক নিজের মধ্যে শিক্ষার সঠিক চর্চা করেই সঠিক পরিচর্যা করবেন শিক্ষার্থীর। ভালো শিক্ষক নিজের মধ্যে জ্ঞানের চর্চা করবেন প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, আজীবন। নিরলসভাবে অর্জন ও বিতরণ করবেন নতুন নতুন জ্ঞান। শিক্ষার্থী ও সমাজের সব মানুষকে করবেন জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ। আলোকিত করবেন দেশ ও জাতি। একজন ভালো শিক্ষক হবেন নিবেদিতপ্রাণ মানুষ। তার থাকবে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মতো মন-মানসিকতা। ভোগের চেয়ে ত্যাগের ইচ্ছাই থাকবে বেশি। তিনি কী পেলেন, তার চেয়ে বেশি ভাববেন কী দিলেন এবং কী দিতে পারলেন না। ভোগের চেয়ে ত্যাগেই বেশি আনন্দিত হবেন তিনি। বস্তু প্রাপ্তির নয়, জ্ঞানপ্রাপ্তি ও প্রদানের সংগ্রামে অবতীর্ণ থাকবেন শিক্ষক। কেবল বস্তুগত প্রাপ্তির আশায় যিনি শিক্ষক হবেন ও শিক্ষকতা করবেন তিনি কখনো প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠবেন না। কেননা, প্রকৃত শিক্ষাদানের অন্তর্নিহিত অনাবিল আনন্দ ও শিক্ষাদানের অফুরান পুণ্য থেকে তিনি বঞ্চিতই থেকে যাবেন। শিক্ষকতার প্রকৃত পরিতৃপ্তি লাভের অতল সাগরে কোনো দিন যাওয়া হবে না তার। শিক্ষার্থীর জন্য যিনি নিবেদিতপ্রাণ তিনিই পরম শ্রদ্ধেয়।

তাকেই শ্রদ্ধাভরে আজীবন মনে রাখে শিক্ষার্থী।

অত্যন্ত দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন হবেন শিক্ষক। তিনি হবেন সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল ও বাস্তববাদী। তার আয়ত্তে থাকবে শিক্ষাদানের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান ও আধুনিক কলাকৌশল। একজন ভালো শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, আগ্রহ-অনাগ্রহ বোঝার অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী। নিজের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সব দিক থেকে প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন করবেন শিক্ষক। সেই মূল্যায়নের আলোকেই দেখাবেন শিক্ষার্থীর সামনে এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথ। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে পরিপূর্ণ হবেন শিক্ষক। ভালোভাবে জানবেন দেশ-জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য। নিজের মধ্যে গভীরভাবে লালন ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সচেতনভাবে সঞ্চালন করবেন দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনা। দেশপ্রেমে ও জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত করবেন শিক্ষার্থীদের। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষকের থাকতে হবে প্রাকৃতিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। প্রকৃতির একনিষ্ঠ ছাত্র হবেন শিক্ষক। থাকতে হবে প্রতিনিয়ত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ঐকান্তিক ইচ্ছা। নিজে শিখবেন এবং নিজের শিক্ষার্থীদের শিখাবেন প্রকৃতির পাঠ। সেই সঙ্গে শিখিয়ে দেবেন প্রকৃতির পাঠ রপ্ত করার কৌশল। শিক্ষার্থী যেন প্রকৃতিকে বানাতে পারে তার জীবনের নিত্য শিক্ষক।

যতই আধুনিক শিক্ষা উপকরণ যুক্ত করা হোক, উন্নত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বহুতল ভবন নির্মাণ করা হোক; শিক্ষকের মান বৃদ্ধি করা সম্ভব না হলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। শিক্ষকের মান বৃদ্ধি করা খুবই কঠিন কাজ বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে সর্বোচ্চ মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসেননি, আসছেন না যুগ যুগ ধরে। টাকা হলে রাতারাতি শিক্ষা উপকরণ বদল করা যায়, পুরোনো ভবন ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণ করা যায়; কিন্তু শিক্ষকদের বদল বা মান বৃদ্ধি করা যায় না। শিক্ষকের মান বৃদ্ধি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। শিক্ষকের বেতন সর্বোচ্চ নির্ধারণ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সব শিক্ষকের মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যাবে এমনটি অবাস্তব। কেননা, এই আমি যতদিন আছি ততদিন দিয়েই যাব ফাঁকি, রেখেই যাব কম দক্ষতার স্বাক্ষর। তথাপি বৃদ্ধি করতে হবে আমার তথা শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা। প্রশিক্ষিতদের দিতে হবে আরও বর্ধিত বেতন। শিক্ষকতায় আনতে হবে সর্বোচ্চ মেধাবী ও যোগ্যদের। কোনো রকম কোটা সংরক্ষণ করে তুলনামূলক কম যোগ্যদের শিক্ষক হওয়ার সুযোগ দেওয়া মোটেও উচিত নয়। কেননা, শিক্ষক অযোগ্য হলে জাতি অযোগ্য হয়। আমাদের সর্বাধিক মেধাবী ও যোগ্য সন্তানরা যেদিন সাগ্রহে এসে দখল করবে আমাদের স্থান সেদিনই উন্নীত হবে আমাদের শিক্ষকদের কাঙ্ক্ষিত মান। সেটি যতই সময়সাপেক্ষ হোক এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না কোনো অজুহাতেই। ব্যাপক প্রশিক্ষণ দিয়ে যথাসম্ভব বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে আমার মতো বিদ্যমান শিক্ষকদের মান। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে শিক্ষক হওয়ার জন্য টিচিং ডিগ্রি বাধ্যতামূলক।

তিনি যে পর্যায়ের, যে বিষয়ের শিক্ষকই হতে চান না কেন তার নিজস্ব বিষয়ে ডিগ্রির পাশাপাশি টিচিংয়ের ওপর আলাদা ডিগ্রি থাকতেই হবে। অর্থাৎ পাঠদানের বৈজ্ঞানিক কৌশল না জেনে কেউ শিক্ষক হতে পারেন না। অথচ আমাদের দেশে যে কেউ যেকোনো সময় শিক্ষক বা হুজুর হয়ে যাচ্ছেন! শিক্ষক হওয়ার জন্য শিক্ষকতা শিক্ষা করার অর্থাৎ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও পাঠদানের আধুনিক কলাকৌশল আয়ত্ত করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই আমাদের বিদ্যমান শিক্ষক বা ওস্তাদদের যতটুকু সম্ভব প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পাঠদানে। এর কোনো বিকল্প নেই বর্তমান বাস্তবতায়। দীর্ঘদিনের এই দুরবস্থা থেকে শিক্ষার উত্তরণ ঘটাতে চাইলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদেরও বাড়াতে হবে শিক্ষকদের প্রকৃত আর্থিক সুবিধা এবং সেই সঙ্গে বাড়াতে হবে তাদের বাস্তবিক কর্মঘণ্টা। আর সেটি আন্তরিকভাবে মেনে নিতে হবে শিক্ষকদের। উন্নত বিশ্বের শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত ক্লাসেই দিয়ে থাকেন পরিপূর্ণ শিক্ষা। স্কুলের বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে হয় না ক্লাসের পড়া। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রথমত নিশ্চিত করতে হবে মানসম্মত শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা প্রদানের মাধ্যমে আরও বেশি সময় প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। যেন শিক্ষকদের না থাকে বেতন-ভাতার অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের ধান্দা এবং শিক্ষার্থীদের না থাকে ক্লাসরুমের বাইরে ক্লাসের বিষয় পড়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা।

লেখক: প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং অধ্যক্ষ- কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা।

এবার তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার ফয়সালা হউক

মিজানুর রহমান

তিস্তা নদী এখন বাংলাদেশের জন্য বিরাট সমস্যা। তিস্তাকে ভারত বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নের নামে ভারত আমাদের থেকে সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। এ বাংলায় তারা কানেকটিভিটিও স্থাপন করেছে। বিনিময়ে আমরা কি পেলাম। তাদের সঙ্গে এখনো আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েই গেল। তিস্তা আমাদের জন্য মহাবিপর্যয়। আমাদের কি হলো না হলো তা তোয়াক্কা না করে প্রতি বছর ইচ্ছেমতো পানি ছেড়ে দিচ্ছে আবার আটকে দিচ্ছে কিছুই কি বলার থাকছে না? অমন পরিস্থিতি আমরা বারবার দেখতে পাচ্ছি। শুষ্ক সিজনে খরায় মরুকরণ করে কৃষি কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে আমার কৃষক ভাইকে দিন দিন নিষ্ফসলায় ফেলে দিচ্ছে। তিস্তা সুবিধাভোগী দুই কোটির বেশি লোক বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাস করে। তিস্তার ওপর বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল রংপুর বিভাগের মধ্য দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করা তিস্তা বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম নদী। তিস্তার প্লাবনভূমি ২ হাজার ৭৫০ বর্গকিলোমিটারজুড়ে বিস্তীর্ণ। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ফসল বোরো ধান চাষের জন্য পানির প্রাথমিক উৎস এবং মোট ফসলী জমির প্রায় ১৫ শতাংশ সেচ প্রদান করে।

তিস্তা ব্যারাজ প্রজেক্ট বাংলাদেশের বড় সেচ প্রকল্প। এটাও তিস্তার পানির ওপর নির্ভরশীল। এ প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্ত উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা যথা নীলফামারী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা ও জয়পুরহাটের আওতাভুক্ত ৭ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর জমি বিস্তৃত। তিস্তা উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন জীবিকা ও অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অধিকার আদায়ে প্রতিবাদ করে কোনো প্রতিকার হয়নি। বন্ধুভাবাপণ্য হৃদয় দিয়ে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। অস্বীকার করার কারণ নেই এরা আমাদের পরম প্রতিবেশী বন্ধু দেশ। ভারত যদি বড় রাষ্ট্রের বড়াই নিয়ে মুরুব্বিয়ানা ভাব দেখায় তাহলে কি সমস্যার সমাধান হবে?

তিস্তার অতীত ইতিহাস তিক্ততায় ভরা ছিল। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্য বিরোধ চলে আসছে। ১৯৭২ সালে যখন নদী কমিশন গঠন করা হয়, তখনও স্পর্শকাতর ও জনগণের প্রত্যাশা বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে গঙ্গা ও তিস্তার পানি বণ্টন ইস্যুর মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত হয়। দুর্ভাগ্য শেখ মুজিবুর রহমানের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে কোনো ইস্যুরই মীমাংসা হয়নি। অন্যদিকে ভারতকে একতরফাভাবে ফারাক্কা চালুর অনুমতি দেওয়ায় আমাদের জাতীয় স্বার্থের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে বাংলাদেশের জনগণ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বিশাল লংমার্চ করে ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সেটা ছিল প্রতিবাদী ঐতিহাসিক লংমার্চ। পাকিস্তান থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও তিস্তা সমস্যা-সমাধানে ভারতের আগ্রহের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

উপকূলের পথে তিস্তার দীর্ঘ ৪০০ কিলোমিটারজুড়ে ভারত মর্জিমাফিক বাঁধ নির্মাণ করে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের গজলডোবার তিস্তার বাঁধ নির্মাণ। গজলডোবায় বাঁধ স্থাপিত হয়েছে ১৯৯৮ সালে। তিস্তা নদীর বাংলাদেশ সীমান্তের ৬০ কিলোমিটার উজানে ভারত

সরকার এই বাঁধ নির্মাণ করে। এই বাঁধে ৫৪টি গেট রয়েছে। যা বন্ধ করে তিস্তার মূলপ্রবাহ থেকে পানি বিভিন্ন খাতে পুনর্বাহিত করা হয়। প্রধানত তিস্তার পানি তিস্তা ও মহানন্দা খালে পুনর্বাহিত করার উদ্দেশ্যে নিয়েই এই বাঁধ স্থাপন করা হয়েছে। ২ হাজার ৯১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ তিস্তা মহানন্দ খালের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার ও মালদহ জেলায় কৃষি কাজের জন্য সেচের পানি সরবরাহ করা হয়। কার্যত তিস্তা নদীর পানি গজলডোবার বাঁধের মাধ্যমে বিহারের মেচী নদীর দিকে প্রবাহিত করা হচ্ছে।

সেখানে ফারাক্কার উজানে এই পানি ফুলহার নদের মাধ্যমে পুনর্সরবরাহ করা হবে। মেচী নদীতে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে যার ফলে উত্তর বঙ্গ ও বিহারে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে। তা ছাড়া সিকিমে দুটি জলবিদ্যুৎ বাঁধ তো আছেই- একটি কুলেসানিতে ও অন্যটি উজানের দিকে। ভারত সরকার তিস্তায় আরও নতুন বাঁধ নির্মাণ করার পরিকল্পনা করছে। একের পর এক বাঁধ নির্মাণের কারণে পানিপ্রবাহ মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। এর ফলে নদীতে পলি জমছে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। ভাঙন তীব্রতর হয়েছে এবং পানিপ্রবাহ মারাত্মকভাবে কমে গেছে। উজানে বাঁধ দিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তিস্তা মহানন্দার প্রায় সব পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এক সময়ের প্রমত্তা তিস্তা ক্রমশ কার্যত একটি মৃত নদীতে পরিণত হয়েছে। শুকনো মৌসুমে এখন গজলডোবা পয়েন্ট দিয়ে ৫০০ কিউসেকেরও কম পানি আসছে।

তিস্তা নিয়ে তৎকালীন সরকার ভারতের সঙ্গে ১৯৮৩ সালে অন্তর্বর্তীকালীন একটি চুক্তি হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ৩৬% ভারত ৩৯% আর বাকি অংশ ২৫%শতাংশ পানি নদীর নাব্য বজায় রাখার জন্য। ১৯৮৫ সালে এ অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিটি শেষ হয়। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত আরও দুই বছর চুক্তি বাড়ানো হয়। ভারতের অসহযোগিতার কারণে তারপর আর কোনো চুক্তি হয়নি। শেখ হাসিনা সরকারের সময় ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একই সঙ্গে বাংলাদেশে আসার কথা ছিল হঠাৎ করেই বাংলাদেশ সফরের আগ মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর এলেন না।

মনমোহন সিং বললেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়া তিনি তিস্তার পানিচুক্তি করবেন না। সেই সময় তিস্তা চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হয়েছিল। সেই চুক্তির সময়কাল ধরা হয়েছিল ১৫ বছর। ওই চুক্তি অনুসারে তিস্তা নদীর পানির ওপর ৪২ দশমিক ৫ শতাংশ ভারতের এবং ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো। শেখ হাসিনা সরকার যখনই তিস্তার চুক্তি চূড়ান্ত করতে গেছেন তখনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেওয়া মমতার চিঠির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি হয়। মমতার চিঠির বক্তব্য ছিল এ রকম, 'ফারাক্কা চুক্তির কারণে আমরা ১৯৯৬ সাল থেকে কষ্ট ভোগ করছি। বাংলার পানি বিক্রি দেওয়ার অর্থ হলো আগামী দিনে গঙ্গার ভাঙন বাড়বে মানুষের ঘরবাড়ি তলিয়ে যাবে। ফারাক্কায় ড্রেজিং না করার ফলে কলকাতা বন্দরের নাব্য কমে গেছে। টান পড়েছে লাখ লাখ মানুষের জীবিকায়। তিস্তায় পানি নেই। সেখান থেকে পানি দিলে খাবার পানি পাবে না। বিশাল অংশের মানুষের কৃষি কাজে সমস্যা হবে। অর্থাৎ রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে কোনোভাবেই পানি দেওয়া সম্ভব নয়।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চুক্তি বিরোধিতামূলক এই পত্রের পানি চুক্তিটি চূড়ান্ত লাভ করেনি।

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় কৃষি কাজে সেচ ব্যবহার করার লক্ষ্যে লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার গাডীমারী ইউনিয়নের দোসানি গ্রামে ১৯৭৯ সালে তিস্তা ব্যারাজের কাজ শুরু করা হয়। ১৯৯০ সালে মূল বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম শেষ হয়। অন্যান্য কাজ বাকি থাকে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ অংশে পূর্ণাঙ্গ তিস্তা ব্যারাজের বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ হয়। ৬১৫ দশমিক ২৪ মিটার দীর্ঘ এই বাঁধের উদ্দেশ্য ছিল ৬ লাখ কিউসেক পরিমাণ পানি শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা। ৭টি জেলার ৩৫টি উপজেলার ১৩ লাখ ৩৫ হাজার একর জমি সেচের আওতায় এনে ফসল ফলানোর লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বৃহৎ তিস্তা প্রকল্পের আওতায় তিস্তা বাঁধ নির্মাণের সূত্রপাত করে। এতে বোঝা যাচ্ছে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই তিস্তা নিয়ে দুই দেশের মাঝে দেনদরবার চলে আসছে। তিস্তা ব্যারাজ করে পানি সংকট নিরসনে কাঙ্ক্ষিত ফল আসছে না। কিন্তু পানির বিষয়টির সুরাহা তো হলো না। সমস্যা রয়েই গেল।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্প্রতি ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইর দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিস্তার প্রসঙ্গ নিয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত তিস্তা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির বিষয়ে মতপার্থক্য দূর করার উপায় ভারতের সঙ্গে আলোচনা করবে অন্তর্বর্তী সরকার। বিষয়টি দীর্ঘদিন ঝুলে আছে এতে কোনো দেশেরই লাভ হচ্ছে না।

ঢাকায় নিজ বাসভবনে পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী দুই দেশের মধ্যে পানি বণ্টনের বিষয়টি অবশ্যই হতে হবে। তিনি বলেন বাংলাদেশের মতো ভাটির দেশগুলোর অধিকার সমুন্নত রাখার সুনির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। তিনি আরও বলেন বিষয়টি নিয়ে বসে থাকার ফলে এটা কোনো কাজে আসছে না। আমি যদি জানি যে কতটুকু পানি পাব তাহলে এটি ভালো হতো। এমনকি পানির পরিমাণ প্রাপ্তিতে যদি খুশি না হই তাতে সমস্যা নেই। বিষয়টি সমাধান দরকার। তিনি আরও বলেন, ২০১১ সালে ঢাকায় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সময় তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর অনেকটা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই চুক্তিকে অনুমোদন দিতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে আর চুক্তি হয়নি। মমতার বক্তব্য ছিল তার রাজ্যের পানির সংকট রয়েছে।

এটা নতুন কোনো বিষয় নয় বরং খুবই পুরোনো বিষয়। আমরা বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে কথা বলেছি। পাকিস্তান শাসনামল থেকেই এ নিয়ে আলোচনা শুরু। আমরা সবাই যখন এই চুক্তি চূড়ান্ত করতে চেয়েছি এমনকি ভারত সরকারও প্রস্তুত ছিল তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার এর জন্য তৈরি ছিল না। আমাদের এটির সমাধান করতে হবে। বাংলাদেশের মতো ভাটির দেশগুলোর নির্দিষ্ট অধিকার সমুন্নত রাখতে চাওয়ার অধিকার থাকার বিষয়টি পুনঃব্যক্ত করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি আরও বলেন আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি মেনে এ বিষয়ে সমাধান করতে হবে। ভাটির দেশগুলোর নির্দিষ্ট কিছু অধিকার রয়েছে এবং আমরা সেই অধিকার চাই।

নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা অধিকার আদায়ে সোচ্চার মনোভাব, নতজানু পররাষ্ট্রনীতির ঊর্ধ্বে থেকে তিস্তার ন্যায্য পানির হিস্যার একটা সমাধান আসতে পারে বলে- বাংলাদেশের জনগণ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের অপেক্ষায় থেকে আমরা ধৈর্যধারণ করি।

এভাবে ব্যাংকগুলোকে কতদিন টিকিয়ে রাখা যাবে?

রেজাউল করিম খোকন

ব্যাংকিং খাত অর্থনীতির প্রাণ। দেশের আর্থিক খাত খুব একটা বড় নয়, পুঁজিবাজার দুর্বল, ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক খাতও শক্তিশালী নয়; সে কারণে অর্থের ৯০ শতাংশই ব্যাংক খাত থেকে আসে। স্বাধীনতার পর দেশের উদ্যোক্তাশ্রেণি তৈরি করেছে এই ব্যাংক খাত। কিন্তু এই খাত ধীরে ধীরে দুর্বল হয়েছে। অর্থনীতিতে নতুন সরকারের নানা চ্যালেঞ্জ আছে। সরকার শক্ত হাতে এসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে, অর্থনীতিতে স্বস্তি ফেরানোর বিষয়টি তার ওপর নির্ভর করছে। দেশের মানুষের নৈতিক মানের অবক্ষয় হয়েছে, মূল্যবোধও কমে গেছে। ব্যাংকিং খাতের লোকজনদের মধ্যে এটি প্রকট।

খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, ব্যাংকিং খাতে অনেক ধরনের সমস্যা আছে। প্রথমত, প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা। সেটা হলো ব্যাংকিং খাতের যেসব নীতিমালা আছে, সেগুলো যথাযথভাবে পরিপালন করা হয় না। ক্যামেলস রেটিং অনুসারে ব্যাংকের স্বাস্থ্য পরিমাপের যেসব সূচক, যেমন মূলধন পর্যাপ্ততা, তারল্য, খেলাপি ঋণ, সম্পদ, ব্যবস্থাপনা, এসব ক্ষেত্রে নীতিমালা পরিপালিত হয় না। যদিও আলোচনা কেবল খেলাপি ঋণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মূলধনের পর্যাপ্ততা আরেকটি বড় সমস্যা। আন্তর্জাতিক নীতিমালা বা ব্যাসেল অনুযায়ী যে পরিমাণ মূলধন থাকার কথা, তা কিন্তু সবাই মানতে পারে না। বিশেষ করে ১০-১২টি ব্যাংকের এই মূলধন অপর্যাপ্ততা আছে।

সংকটে পড়া সাত ব্যাংক ঘুরে দাঁড়াতে প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকার তারল্য-সহায়তা চেয়েছিল। এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংক ৫ হাজার কোটি, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক ২ হাজার কোটি, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ৭ হাজার ৯০০ কোটি, ইউনিয়ন ব্যাংক ১ হাজার ৫০০ কোটি, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক সাড়ে ৩ হাজার কোটি, ন্যাশনাল ব্যাংক ৫ হাজার কোটি ও এক্সিম ব্যাংক ৪ হাজার কোটি টাকা চেয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জর্জরিত ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ছাড়া মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান নগদেও প্রশাসক বসানো হয়েছে। অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এসব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ইতোমধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। এর সবকটি ব্যাংক এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণে ছিল। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তৎকালীন গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার আত্মগোপনে চলে যান। এরপর গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর। তিনি যোগ দিয়েই ব্যাংক খাতের সংস্কারে মনোযোগ দেন।

গত ২০ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত ১১টি ব্যাংকের পর্ষদে পরিবর্তন আনে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। এর মধ্যে আটটি ব্যাংক তারল্য-সংকটে ভুগছে। তবে ছয়টি ব্যাংকের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাদের অনেক শাখায় নগদ টাকার লেনদেন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আমানতকারীদের চাপে শাখা ব্যবস্থাপকসহ ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তারা প্রতিদিনই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। গ্রাহকরা প্রয়োজনে দুর্বল ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গেলে সমস্যা বাড়ছে। অতিরিক্ত তারল্য রয়েছে, এমন ১০টি ব্যাংক আর্থিক অনিয়মে দুর্বল হয়ে পড়া ব্যাংকগুলোকে ঋণ দিতে রাজি হয়েছে। তাদের এই ঋণে গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। তারা ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন দিনের মধ্যে টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি ও বাজারভিত্তিক সুদ চেয়েছে। দুর্বল ব্যাংকগুলোকে দেওয়া ঋণের টাকা ফেরত চাইলে সবল ব্যাংকগুলোকে তিন দিনের মধ্যেই তা ফেরত দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। কোনো ব্যাংক ঋণ দেওয়ার জন্য কোনো টাকা নিতে পারবে না। কোন ব্যাংককে কত টাকার তারল্য-সহায়তা দেওয়া হবে, সেটি নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এ ছাড়া দুই ব্যাংকের সমঝোতার ভিত্তিতে ঋণের সুদহার নির্ধারিত হবে। দুর্বল ব্যাংকগুলোকে অতিরিক্ত তারল্য থাকা যে ১০ ব্যাংক ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ব্র্যাক, ইস্টার্ন, দি সিটি, শাহ্জালাল ইসলামী, মিউচুয়াল ট্রাস্ট, সোনালী, পূবালী, ঢাকা, ডাচ্-বাংলা ও ব্যাংক এশিয়া। অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে যেসব ব্যাংক দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ব্যবস্থায় তারল্য-সহায়তা দিয়েছে। প্রথম ধাপে ৯৪৫ কোটি টাকা ধার পেয়েছে চার ব্যাংক। এতে সুদের হার ধরা হয়েছে সাড়ে ১২ থেকে সাড়ে ১৩ শতাংশ। ব্যাংকগুলো হলো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্যারান্টির (নিশ্চয়তা) বিপরীতে ইস্টার্ন ব্যাংক (ইবিএল), দ্য সিটি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক (এমটিবি), ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ও বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক এই ধার দিয়েছে। এর মধ্যে সিটি ব্যাংক একাই দিয়েছে ৭০০ কোটি টাকা। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ৩০০ কোটি টাকা ধার পেয়েছে। এর মধ্যে সিটি ব্যাংক ২০০ কোটি টাকা এবং এমটিবি ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ৫০ কোটি টাকা করে দিয়েছে। সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংককে সিটি ব্যাংক ৩০০ কোটি টাকা ও এমটিবি ৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংককে ২৫ কোটি টাকা দিয়েছে ইস্টার্ন ব্যাংক। ন্যাশনাল ব্যাংক পেয়েছে ২৭০ কোটি টাকা।

এর মধ্যে সিটি ব্যাংক ২০০ কোটি টাকা, এমটিবি ৫০ কোটি টাকা ও বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক ২০ কোটি টাকা দিয়েছে। এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ফলে তারল্য-সংকটে পড়েছে ব্যাংকগুলো। দুর্বল ব্যাংকগুলোকে গ্যারান্টির বিপরীতে যে টাকা ধার নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে তার ২৫ শতাংশ তারা প্রথম ধাপে পেয়েছে। এতে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে আর টাকা ধার দেওয়া হবে না। তখন কৌশল পরিবর্তন করা হবে। ধার নেওয়া দুর্বল ব্যাংকগুলোকে লিখিত ও মৌখিক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ব্যক্তি আমানতকারীরা টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেন। এই টাকা দিয়ে অন্য ব্যাংকের ধারের টাকা শোধ করা যাবে না। ব্যাংকের আগের বা বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের কেউ জমানো টাকা তুলতে পারবেন না। নতুন করে কোনো ঋণ দেওয়া যাবে না। ডলার কেনার কাজেও এই টাকা খরচ করা যাবে না।

সারা বিশ্বে সম্পদমূল্যের ওপর ভিত্তি করে ব্যাংকগুলো বিশেষ তারল্য-সহায়তা পায়। বাংলাদেশে দুর্বল হয়ে পড়া ব্যাংকগুলোর সম্পদমূল্য ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে। ফলে নতুন উপায়ে এসব ব্যাংককে তারল্য-সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে পরিবর্তনের পর ক্ষুদ্র ও বড়, সব ধরনের আমানতকারী টাকা তোলার জন্য ব্যাংকগুলোতে ভিড় করছেন। এতে বেশির ভাগ ব্যাংকে তারল্য-সংকট আরও প্রকট হয়ে ওঠে এবং সবাই টাকা পাচ্ছেন না। ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া চলতি হিসাবে বড় ধরনের ঘাটতি থাকায় কয়েকটি ব্যাংকের চেক ক্লিয়ারিং সুবিধা বন্ধ হয়ে গেছে।

এসব ব্যাংকের গ্রাহকেরা এটিএম বুথ থেকেও টাকা তুলতে পারছেন না। এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংক খাত রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনে এক ধরনের ভীতি আছে। অনেকেই জানতে চান, কোন ব্যাংকে টাকা রাখা নিরাপদ? নতুন সরকার আসার পর মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি হলেও অনিশ্চয়তার বোধ এখনো আছে। সে জন্য বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার। এ ছাড়া কোনো ব্যাংককে কি ব্যর্থ হতে দেওয়া হবে না। এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, সে রকম পরিকল্পনা নেই। যত রুগ্‌ণই হোক, কোনো ব্যাংককে মরতে দেওয়া হবে না। সেটা হলে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া দরকার।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে এসব ব্যাংককে কীভাবে সহায়তা দেওয়া যায়, তা দেখছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের সহায়তা প্রয়োজন হবে না। ফলে সহায়তার আকার অর্ধেক কমে গেছে। এসব ব্যাংকের আমানতকারীরা ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন। এক বছর সময় দিলে এই ব্যাংকগুলো ঘুরে দাঁড়াবে। তবে গ্রাহকেরা প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে টাকা উত্তোলন করতে গেলে সমস্যা বাড়বে। ব্যাংক খাতের সংস্কারে আগে কমিশন করার দরকার ছিল। কিন্তু এখনই কমিশন করলে ছয় মাস সময় লেগে যাবে। এর মধ্যে টাস্কফোর্স গঠন করে কাজ শুরু করলে তা অনেকটা এগিয়ে যাবে। আর্থিক খাতে সমস্যা কী সেটা জানা থাকায় কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করা হবে, ইতোমধ্যে একটি গঠন করা হয়েছে। ব্যাংক আইন সংস্কার এখনই হবে তা নয়। তিন টাস্কফোর্সের সুপারিশের পর আইন পরিবর্তনের জন্য সরকার ব্যবস্থা নেবে। দুর্বল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কমে আসুক, এটা আমরা সবাই চাই। বিশ্ববাজারে এসব ব্যাংকের কোনো দাম নেই। অনেক দেশে ৬০টি ব্যাংক ছিল, তা ১৫টিতে নামিয়ে এনেছে। কিন্তু দেশে এমন কিছু করতে হলে স্থানীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় আছে। ব্যাংক একীভূত বা অধিগ্রহণ স্বেচ্ছায় হলে ভালো। না হলে সরকারি পর্যায়ে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেশে পুনর্গঠন হয়ে ইস্টার্ন ব্যাংক গঠন একটি ভালো উদাহরণ। এ জন্য সময় প্রয়োজন হবে। এক-দুই মাসে এসব বাস্তবায়িত হবে না। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য একধরনের নীতি গ্রহণ হবে। তাদের ব্যবসার ওপর নির্ভর করে নীতি সংশোধন করা হবে। যারা ভালো ব্যাংক, তারা বাংলাদেশ ব্যাংককে টাকা দেয়। দুর্বল ব্যাংককে কী পরিমাণ টাকা দেওয়া হবে, শর্ত কী, এসব নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। দুর্বল ব্যাংকের স্বাস্থ্য অনুসারে কত টাকা দেওয়া হবে, কী শর্তে দেওয়া হবে, বাংলাদেশ ব্যাংক তা ঠিক করবে। কিন্তু ব্যাংকগুলোতে যখন নিরীক্ষা হবে, তখন যদি দেখে, কোনো তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই দুর্বল ব্যাংককে ঋণ দেওয়া হয়েছে, তাহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কোনো ব্যাংক অর্থ ফেরত দিতে না পারলে গ্যারান্টার হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে যাবে। এটা খুবই বিব্রতকর হবে যে, অর্থ ফেরত চাইতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। এটি কোনোভাবেই সুখকর পরিবেশ তৈরি করবে না। এখন প্রশ্ন, এভাবে তারল্য-সহায়তা দিয়ে দুর্বল ব্যাংকগুলোকে কতদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব?

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার ও কলামিস্ট

Auto
TLC
Black Car
Commercial
Private

Propety
Commercial
Private
Flood Insurance
High value home insurance

Liablity
Commercial
Professional
Workers Compensation
Error & omission insurance

আমাদের সেবাসমূহ

- টিএলসি, ব্ল্যাক (উবার/লিফট), ইলেকট্রিক, লাক্সারী কার ও গ্রীণ ক্যাব ইন্সুরেন্স
- কর্মার্শিয়াল ও প্রাইভেট কার ইন্সুরেন্স
- কর্মার্শিয়াল ও প্রফেশনাল দায়বদ্ধতা ইন্সুরেন্স
- কর্মার্শিয়াল ও প্রাইভেট বন্যার ইন্সুরেন্স
- কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ ইন্সুরেন্স
- উচ্চমূল্যের হোম ইন্সুরেন্স
- ত্রুটি ও বাদ ইন্সুরেন্স

MOHD SALAHUDDIN
Insurance Broker and Certified Consultant

+1 917 400 3110
info@yorkbrokerage.com
37-15 73rd St, 2nd Floor, Suite 204
Jackson Heights, NY 11372
www.yorkbrokerage.com

আলোর পথ

আওয়াজ বিডি

রবিবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৪

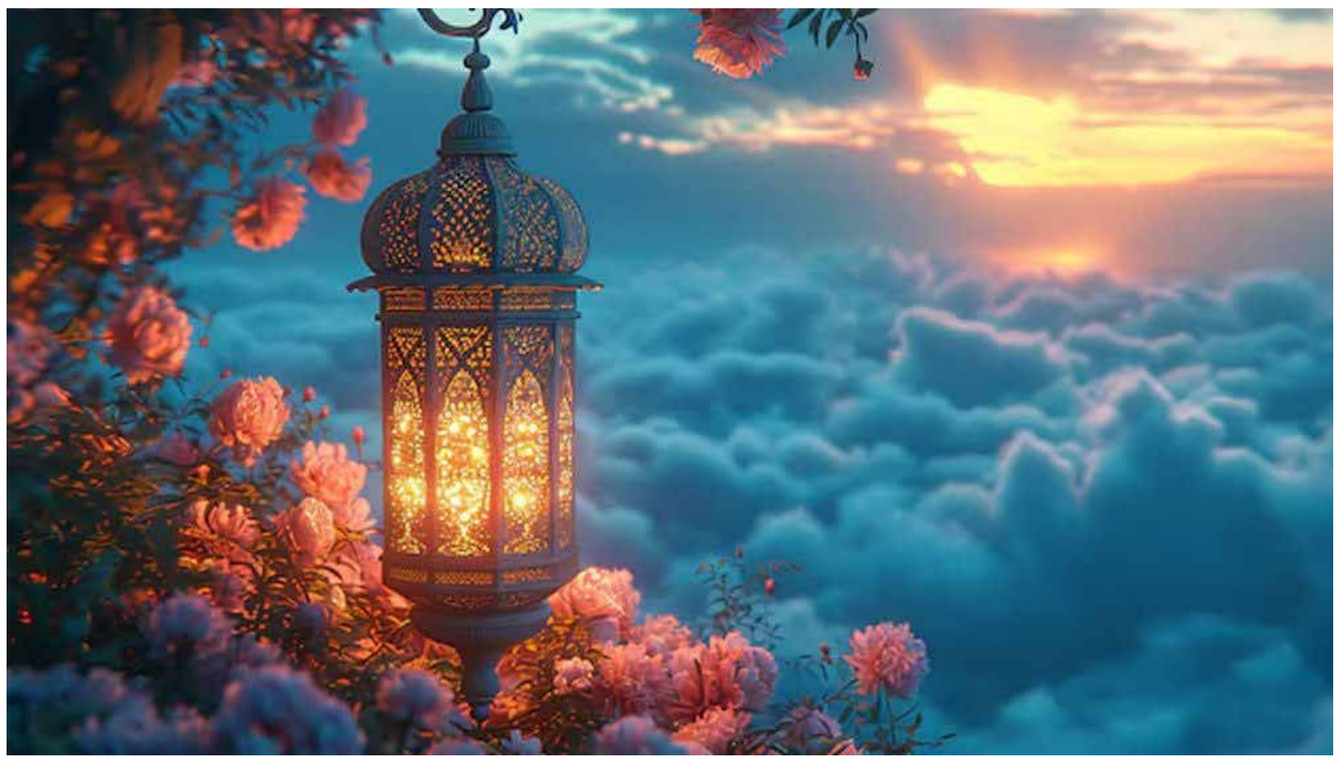

কল্যাণময় জীবনের জন্য আমল

ধর্ম ডেস্ক:
দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা সব অন্যায় ও গুনাহের মূল। আর দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ সব সৎকর্মের মূল। দুনিয়া বিমুখতা দেহ ও মনকে প্রশান্ত রাখে। আর দুনিয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি বৃদ্ধি করে। অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসাকে বের করে ফেলার নাম জুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা। জীবনধারণের অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ করার নামও জুহুদ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবিরা এ ধরনের জুহুদের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাই বিলাসিতা প্রকাশ এবং অতিমাত্রায় দুনিয়া উপভোগ থেকে দূরে থাকা। পরকালের জন্য উত্তম সম্বল গ্রহণ করা। দুনিয়ার অতিরিক্ত মোহ ও ভালোবাসা বর্জন করে শান্তিময় জীবন লাভে অবশ্য করণীয় রয়েছে। সেগুলো তুলে ধরা হলো

এক. দুনিয়ার বাস্তবতা নিয়ে ভাবা: ইমানদারের সামনে দুনিয়ার হাকিকত ও বাস্তবতা পরিষ্কার। দুনিয়ার হাকিকত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদের আনন্দ দেয়। তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও। অতঃপর তা খড়কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে আছে কঠিন আজাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।' (সুরা হাদিদ ২০) আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেও ভরসা করার যোগ্য নয়। দুনিয়ার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের বিষয়গুলো যথাক্রমে এরকম প্রথমে ক্রীড়া-কৌতুক, এরপর সাজসজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা ও গর্ববোধ। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ খেলাধুলার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর যৌবনে সাজসজ্জা বা দুনিয়ার জীবন গোছানোর কাজে ব্যয় হয়। এরপর শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সঙ্গে ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি নিয়ে গর্ববোধ করার প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। উল্লিখিত ধারাবাহিকতায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। আয়াতে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হলো, পার্থিব জীবন ক্ষয় হয়ে যাওয়াকে ফসলের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। যেভাবে ফসল শ্যামল ও সবুজবর্ণ হয়ে উঠলে দেখতে বড়ই চমৎকার লাগে, কৃষকরা তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কিন্তু তা শিগগিরই শুকিয়ে পীতবর্ণ হয়ে খড়কুটায় পরিণত হয়। ঠিক এভাবে দুনিয়ার সাজসজ্জা, সন্তানসন্ততি এবং অন্যান্য সব জিনিস মানুষের অন্তরকে খুশিতে ভরে দেয়। কিন্তু নশ্বর এ জীবন কিছুদিনের জন্য, যার স্থায়িত্ব নেই।

দুই. পরকাল নিয়ে ভাবা: ইমানদার বিশ্বাস করে পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী। পরকালীন জীবন অসীম ও চিরস্থায়ী। তাই ইমানদার দুনিয়াকে প্রয়োজন মতো ধারণ করে। কিন্তু দুনিয়া অর্জন কখনোই তার জীবনের লক্ষ্য হয় না। সে সবসময় পরকালকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখেরাত কত বেশি উৎকৃষ্ট এবং কত বেশি স্থায়ী।' (সুরা আলা ১৬-১৭)

তিন. মৃত্যুর কথা অধিক স্মরণ করা: মানুষের মৃত্যু হবে। এটা চিরসত্য বিধান। যা ভুলে থাকা যায়। কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া যায় না। প্রতিটি মুসলমানের উচিত হলো, সদা-সর্বদা মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা (দুনিয়ার) স্বাদ-আহ্লাদ নিঃশেষকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।' (তিরমিজি ২৩০৬)

চার. অধিক পরিমাণে জিকির করা: জিকির মানে মহান আল্লাহর স্মরণ। আর আল্লাহর স্মরণ বা জিকির হচ্ছে যাবতীয় ইবাদতের রুহ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।' (সুরা বাকারা ১৫২) সুতরাং বান্দা যখন আল্লাহর জিকিরে মশগুল হয়, তখন এ কথা স্মরণ করা কর্তব্য যে, স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তাদের স্মরণ করছেন। এতে জিকিরের স্বাদ ও তৃপ্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। জিকিরের ফজিলত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো।' (সুরা আনফাল ৪৫)

পাঁচ. দ্বীনকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেওয়া: দুনিয়ামুখী মানুষের সব স্বপ্ন ও আয়োজন থাকে দুনিয়া ঘিরে। অথচ এই দুনিয়া নিমেষে ধ্বংস হয়ে যাবে। যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে পড়ে মানুষ চিরস্থায়ী আখেরাতকে ভুলে যায়, সে দুনিয়াকে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে খেল-তামাশা ও ধোঁকার উপকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই হবে সফল। বস্তুত পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।' (সুরা আলে ইমরান ১৮৫) আরেকটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, 'দুনিয়ার জীবন প্রকৃতপক্ষে সাময়িক সুখ ও ভোগের উপকরণ। মহান আল্লাহ বলেন, 'পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহভীরুদের জন্য পরকালীন জীবনই উত্তম। এর পরও কি তোমরা বুঝবে না।' (সুরা আনআম ৩২)

মহান আল্লাহ আমাদের উল্লিখিত আমলগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার তওফিক দান করুন। যাতে সেসব আমলের বাস্তবতা আমাদের বুঝে আসে এবং আমলগুলো আমাদের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি। তাহলে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আমাদের এই জীবন হবে সুখময়। অন্তরে থাকবে প্রশান্তি। আর পরকালের জন্য থাকবে মহাসফলতা।

বৃষ্টির সময় নবীজি (সা.) যেসব দোয়া পড়তেন

ধর্ম ডেস্ক: বৃষ্টি আমাদের অতি পরিচিত একটি বিষয়। বৃষ্টি যখন নামে, সকলেই তা উপভোগ করে। এখানে ধনী-গরীব কিংবা অন্য কোনো প্রকারের বিভাজন নেই। এটি আল্লাহতায়ালার সুন্দর একটি নিয়ামত। এই এক নিয়ামতের মধ্যেও আমাদের জন্যে নিহিত রয়েছে আরো শত প্রকারের নিয়ামত।
পবিত্র কুরআনে সেসব বর্ণিত হয়েছে নানা প্রসঙ্গে, বিচিত্র উপস্থাপনায়। কুরআনের এসব বর্ণনা আমাদের ভাবনার দুয়ারকে খুলে দেবে, আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের সামনে তখন অবচেতনভাবেই নত হবে আমাদের শির। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হব আমরা। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে বৃষ্টির নানামুখী মুগ্ধকর বিবরণ এসেছে। কোথাও বৃষ্টি বর্ষণকে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও কুদরতের নিদর্শন হিসেবে। কোথাও বৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার পরিচায়ক। বৃষ্টিকে কোনো কোনো আয়াতে আল্লাহর রহমত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বৃষ্টি কোথাও উল্লেখিত হয়েছে হৃদয়ছোঁয়া উপমায়। রহমতের বৃষ্টি দেখে দোয়া পড়া সুন্নত। হাদিসে এসেছে, হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন-
উচ্চারণ :' আল্লাহুম্মা সাইয়্যেবান নাফিআ।'
অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি মুষলধারায় যে বৃষ্টি দিচ্ছেন, তা যেন আমাদের জন্য উপকারি হয়।' (বুখারি ১০৩২)
বৃষ্টি চলমান সময়ে দোয়া কবুল হয়। তাই এ সময়টি দোয়ার জন্য লুফে নেওয়া সুন্নত।
হাদিসে এসেছে- হজরত সাহল বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'দুই সময়ের দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না কিংবা (তিনি বলেছেন), খুব কমই ফেরত দেওয়া হয়- আজানের সময় দোয়া এবং রণাঙ্গণে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময়ের দোয়া। অন্য বর্ণনা মতে, বৃষ্টির সময়ের দোয়া। (আবু দাউদ ২৫৪০)
হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ায় রাতে বৃষ্টির পর আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে তিনি লোকজনের মুখোমুখি হলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি জানো তোমাদের রব কী বলেছেন?
তারা বললেন, আল্লাহ ও তার রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বলেছেন, আমার বান্দাদের কেউ আমার প্রতি ঈমান নিয়ে আর কেউ কেউ আমাকে অস্বীকার করে প্রভাতে উপনীত হয়েছে। যে বলেছে, বিফাদলিল্লাহি ওয়া রহমাতিহি তথা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি। ফলে সে আমার প্রতি ঈমান আর তারকার প্রতি কুফরি দেখিয়েছে। আর যে বলেছে, অমুক অমুক তারকার কারণে, সে আমার প্রতি অস্বীকারকারী এবং তারকার প্রতি ঈমানদার।' (বুখারি ৮৪৬; মুসলিম ১৫)
হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন জুমার দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেওয়া অবস্থায় এক সাহাবি মসজিদে প্রবেশ করে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। তখনই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই হাত সম্প্রসারিত করে দোয়া করলেন-
উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়া লা আলাইনা; আল্লাহুম্মা আলাল আকামি ওয়াল ঝিবালি ওয়াল আঝামি ওয়াজ জিরাবি ওয়াল আওদিয়াতি ওয়া মানাবিতিশ শাঝারি।'
অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা, মালভূমি, উপত্যকায় এবং বনভূমিতে বর্ষণ করুন।' (বুখারি ৯৩৩; মুসলিম ৮৯৭)

প্রস্রাব ঝরার সন্দেহ হলে পবিত্র হবার উপায়

প্রশ্ন: আমার প্রস্রাবের স্থান থেকে ফোঁটা ফোঁটা প্রসাব বের হয়। তারপর আমি তা ধুয়ে ফেলি। কিন্তু সমস্যা হল এই যে, তা বারবার পড়তে থাকে। কিছুক্ষণ পর আমার মনে হয় যে, তা এখনো পড়ছে, কিন্তু যখন দেখি তখন দেখি যে, না, আর পড়ছে না। এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত?
উত্তর: পাক-নাপাকের ব্যাপারে মূলনীতি হল, যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে নাপাক হওয়ার বিষয়টি জানা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো জিনিসকে নাপাক বলা যায় না। (হিন্দিয়া: ১/৪৫)
সুতরাং আপনার করণীয় হল–
১. পেশাব করার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, বরং পেশাব বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, অতঃপর পানি দ্বারা পেশাবের স্থান ধৌত করবেন।
হাদিস শরিফে এসেছে- ঈসা ইবন ইয়াযদাদ আলইয়ামানী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ পেশাব করে, তখন সে যেন তার লজ্জাস্থানকে তিনবার ঝেড়ে নেয় বা পবিত্র করে নেয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩২৬)
২. এরপরও যদি কোন কিছুর আশঙ্কা থাকে, তাহলে লজ্জাস্থানের আশপাশে লুঙ্গি বা পায়জামায় পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। কারণ রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি পেশাব করেছেন, তারপর লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন। (আবু দাউদ: ১৬৭)
৩. এরপর যতই সন্দেহ হোক সেদিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করবেন না। আপনি নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পেশাবের ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল সন্দেহের বশে পেশাব বের হয়েছে বলা যাবে না।
হাদিস শরিফে এসেছে- রাসূলুল্লাহকে (সা.) প্রশ্ন করা হয়েছিল, হে আল্লাহর রাসূল, যদি কোন ব্যক্তি সন্দেহ করে যে, তার নামাযে কিছু বের হয়েছে। উত্তরে তিনি বলেন, নামাজ ছেড়ে দিবে না, যতক্ষণ না সে আওয়াজ শোনে, অথবা গন্ধ পায়। (বুখারি: ১৩৭)
এ হাদিস থেকে আমাদের বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পেশ করার প্রক্রিয়া হচ্ছে–এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নামাজ ত্যাগ করা থেকে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে পবিত্রতার ক্ষেত্রেও ওজু করার পর কোনো কিছু অনুভূত হলে, সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। বরং ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে পবিত্রই মনে করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বচোখে কোনো কিছু দেখবেন না অথবা পেশাবের ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন না। কারণ, কিছু বের না হওয়াটাই মূল।
মনে রাখবেন, এই সন্দেহ নিশ্চয়ই শয়তানের পক্ষ থেকে ওয়াসওয়াসা। কিছুদিন এভাবে করলে ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যাবে- ইনশাআল্লাহ।

রসিকতার সীমারেখা টেনে দিয়েছে ইসলাম

ধর্ম ডেস্ক: মনকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজন আনন্দময় জীবন। আর আনন্দময় জীবনের জন্য প্রয়োজন হাস্য-রসিকতা। জ্ঞানীরা বলেন আনন্দ ও চিত্তবিনোদন মানুষকে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে এবং এর মাধ্যমে পার্থিব বিষয়ে অনেক সাফল্য পাওয়া যায়।
আজকাল মনোবিজ্ঞানীরাও মানুষের সুস্থতার জন্য আনন্দ ও চিত্ত বিনোদনকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আনন্দ ও চিত্তবিনোদনকে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অনেক মনোবিজ্ঞানী বলছেন, চিত্তবিনোদন, হাসি-খুশি ও প্রফুল্লতা বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধ করে এবং শরীরে নানা ধরনের ক্যানসারের দ্রুত ছড়িয়ে পড়াকেও ঠেকিয়ে রাখে।
চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হাসি ও প্রফুল্লতার বেশ উপকারিতা রয়েছে। এর ফলে মানুষ আরও সজীবতা ও আনন্দ অনুভব করে। মানুষের জীবনে যদি আনন্দ ও প্রফুল্লতা না থাকত, তাহলে মানুষ মানসিক চাপের তীব্রতায় প্রাণ ত্যাগ করত। একইভাবে পরিবার ও সমাজের উন্নতির জন্যেও দুঃখ ও হতাশা দূর করা এবং আনন্দ ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা জরুরি। আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়া কেবল একজন মানুষের নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় নয়। কারণ একজন মানুষের হাসি-খুশি মুখ এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত চেহারা অন্যদেরও প্রভাবিত করে।
পবিত্র ইসলাম ধর্ম মানুষের শারীরিক ও মানসিক চাহিদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ ইসলাম মনে করে, একটি সফল জীবনের জন্য প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা থাকা জরুরি।
আনন্দ কিংবা চিত্তবিনোদনের বেশ কিছু মাধ্যম রয়েছে। নির্দোষ বিভিন্ন খেলাধুলা, কবিতা আবৃত্তি, বিয়ের উৎসব, উপহার দেওয়া, উজ্জ্বল রঙের জামা কাপড় পরা, সুগন্ধি ব্যবহার, সুন্দর সাজে সজ্জিত হওয়া, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা- এসব আনন্দের কিছু মাধ্যম। এছাড়া শরীরচর্চাকেও বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম মনে করা হয়।
আনন্দের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো রসিকতা। সব রসিকতাই যে খারাপ- তা কিন্তু নয়। কেননা টেনশন, হতাশা, বিষাদগ্রস্ততা দূর করার জন্যে হাসি-রসিকতা একটি ভালো উপাদান। মানসিক প্রফুল্লতার জন্যেও হাস্যরসের যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো রসিকতার সীমা মেনে চলা। সীমা লঙ্ঘন হয়ে গেলে অনেকের মনে আঘাত লাগতে পারে। তাই সীমারেখাটি আগে জানতে হবে এবং পরে তা মানতে হবে। কোনোভাবেই অপরকে উত্ত্যক্ত করা বা খোঁচা দেওয়ার জন্যে কৌতুক করা যাবে না। ওই আনন্দে যেন গুনাহের লেশমাত্র না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
বস্তুত হাস্য-রসিকতা বা কৌতুক পরস্পরকে ঘনিষ্ট করে তোলে। এ কারণে পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলামে কৌতুককে বিশেষ করে মুমিনদের জন্যে জরুরি একটি বিষয় বলে মনে করা হয়।
সুফিবাদের চর্চা যারা করেন, তাদের মাঝে পরস্পরে কৌতুক করার প্রবণতা দেখা যায়।
প্রিয়নবীও (সা.) রসিকতা করতেন। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ও হজরত আলী (রা.)-এর খুরমা খাওয়া নিয়ে চমৎকার একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি হলো, একদিন উভয়ে একসঙ্গে বসে খুরমা খেজুর খাচ্ছিলেন। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) খুরমা খেয়ে বিচিগুলো আলী (রা.)-এর সামনে রাখলেন। খাওয়া শেষে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যার সামনে বিচি বেশি সে অতিভোজী। হজরত আলী (রা.) দেখলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে কোনো বিচিই নেই, তাই জবাব দিলেন- যে বিচিশুদ্ধ খুরমা খেয়েছে, সে-ই বেশি পেটুক।

দোয়া কবুলের আমল

ধর্ম ডেস্ক: দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। অসম্ভবকে সম্ভব করার মাধ্যম। মহান রবের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সেতুবন্ধন।
মানবজীবনে দোয়ার গুরুত্ব অনেক। তাই দোয়া না করলে বা উদাসিন থাকলে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। এক হাদীসে নবীজি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করে না আল্লাহ তার ওপর রাগ হন। (সুনানে তিরমিজি: ৩৩৭৩)।
দোয়া কবুল হওয়ার বেশকিছু শর্ত রয়েছে যেমন: ১. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাসকে (রা.) উদ্দেশ্য করে বলেন: যখন প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এবং যখন সাহায্য চাইবে তখন শুধু আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইবে। (সুনানে তিরমিযি (২৫১৬), আলবানী 'সহিহুল জামে' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন)
এটাই হচ্ছে আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ 'আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহ্রই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না। (সূরা জিন, আয়াত: ১৮)
দোয়ার শর্তগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ শর্ত পূরণ না হলে কোনো দোয়া কবুল হবে না, কোন আমল গৃহীত হবে না। অনেক মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মৃতব্যক্তিদেরকে মাধ্যম বানিয়ে তাদেরকে ডাকে। তাদের ধারণা যেহেতু তারা পাপী ও গুনাহগার, আল্লাহর কাছে তাদের কোন মর্যাদা নেই; তাই এসব নেককার লোকেরা তাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করিয়ে দিবে এবং তাদের মাঝে ও আল্লাহ্র মাঝে মধ্যস্থতা করবে।
এ বিশ্বাসের কারণে তারা এসব বুজুর্গদের মধ্যস্থতা ধরে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে এ মৃতব্যক্তিদেরকে ডাকে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন: আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন আপনি বলে দিন) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী। দোয়াকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি ডাকে সাড়া দিই। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬)
২. শরিয়ত অনুমোদিত কোন একটি মাধ্যম দিয়ে আল্লাহতায়ালার কাছে ওসিলা দেওয়া
৩. দোয়ার ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করা। তাড়াহুড়া করা দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে বড় বাধা। হাদিসে এসেছে, তোমাদের কারো দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাড়াহুড়া করে বলে যে: 'আমি দোয়া করেছি; কিন্তু, আমার দোয়া কবুল হয়নি। (সহিহ বুখারী (৬৩৪০) ও সহিহ মুসলিমে (২৭৩৬) আরও এসেছে- বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন পাপ নিয়ে কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দোয়া করে। বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করে।
জিজ্ঞেস করা হল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাড়াহুড়া বলতে কী বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন: বলে যে, আমি দোয়া করেছি, আমি দোয়া করেছি; কিন্তু আমার দোয়া কবুল হতে দেখিনি। তখন সে ব্যক্তি উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং দোয়া ছেড়ে দেয়।
৪. দোয়ার মধ্যে পাপের কিছু না থাকা। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দোয়া না হওয়া; যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদিসে এসেছে- বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন পাপ নিয়ে কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দোয়া করে।
৫. আল্লাহ্র প্রতি ভালো ধারণা নিয়ে দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা করে আমি তেমন। (সহিহ বুখারী (৭৪০৫) ও সহিহ মুসলিম (৪৬৭৫)
আবু হুরায়রার (রা.) হাদিসে এসেছে, তোমরা দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস (একীন) নিয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া কর। (সুনানে তিরমিযি, আলাবানী সহিহুল জামে গ্রন্থে (২৪৫) হাদিসটিকে 'হাসান' আখ্যায়িত করেছেন)
তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে আল্লাহ্ তার উপর প্রভুত কল্যাণ ঢেলে দেন, তাকে উত্তম অনুগ্রহে ভূষিত করেন, উত্তম অনুকম্পা ও দান তার উপর ছড়িয়ে দেন।
৬. দোয়াতে মনোযোগ থাকা। দোয়াকালে দোয়াকারীর মনোযোগ থাকবে এবং যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে তার মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে জাগ্রত রাখবে।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ কোন উদাসীন অন্তরের দোয়া কবুল করেন না। (সুনানে তিরমিযি (৩৪৭৯), সহিহুল জামে (২৪৫) গ্রন্থে শাইখ আলবানী হাদিসটিকে 'হাসান' আখ্যায়িত করেছেন)
৭. খাদ্য পবিত্র (হালাল) হওয়া। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আল্লাহ্ তো কেবল মুত্তাকীদের থেকেই কবুল করেন। (সূরা মায়েদা, আয়াত: ২৭)
এ কারণে যে ব্যক্তির পানাহার ও পরিধেয় হারাম সে ব্যক্তির দোয়া কবুল হওয়াকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদূরপরাহত বিবেচনা করেছেন।
হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যিনি দীর্ঘ সফর করেছেন, মাথার চুল উস্কুখুস্ক হয়ে আছে; তিনি আসমানের দিকে হাত তুলে বলেন: ইয়া রব্ব, ইয়া রব্ব! কিন্তু, তার খাবার-খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় হারাম, সে হারাম খেয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে তাহলে এমন ব্যক্তির দোয়া কিভাবে কবুল হবে? সহিহ মুসলিম, (১০১৫)
ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন, হারাম ভক্ষণ করা দোয়ার শক্তিকে নষ্ট করে দেয় ও দুর্বল করে দেয়।
৮. দোয়ার ক্ষেত্রে কোন সীমালঙ্ঘন না করা। কেননা আল্লাহতায়ালা দোয়ার মধ্যে সীমালঙ্ঘন করাটা অপছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক; নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৫)
৯. ফরজ আমল বাদ দিয়ে দোয়াতে মশগুল না হওয়া। যেমন, ফরজ নামাজের ওয়াক্তে ফরজ নামাজ বাদ দিয়ে দোয়া করা কিংবা দোয়া করতে গিয়ে মাতাপিতার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা।
খুব সম্ভব বিশিষ্ট ইবাদতগুজার জুরাইজের (রহ.) কাহিনী থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ জুরাইজ (রহ.) তার মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে ইবাদতে মশগুল থেকেছেন। ফলে মা তাকে বদদোয়া করেন; এতে করে জুরাইজ (রহ.) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, আলেমরা বলেছেন: এতে প্রমাণ রয়েছে যে, জুরাইজের জন্য সঠিক ছিল মায়ের ডাকে সাড়া দেয়া। কেননা তিনি নফল নামাজ আদায় করছিলেন। নফল নামাজ চালিয়ে যাওয়াটা হচ্ছে- নফল কাজ; ফরজ নয়। আর মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব এবং মায়ের অবাধ্য হওয়া হারাম....(শারহু সহিহ মুসলিম (১৬/৮২)

CORE MULTI SERVICES

CREDIT REPAIR

"Free Credit Consultation"

যেকোন স্টেট থেকেই আমাদের সার্ভিস পেতে পারেন

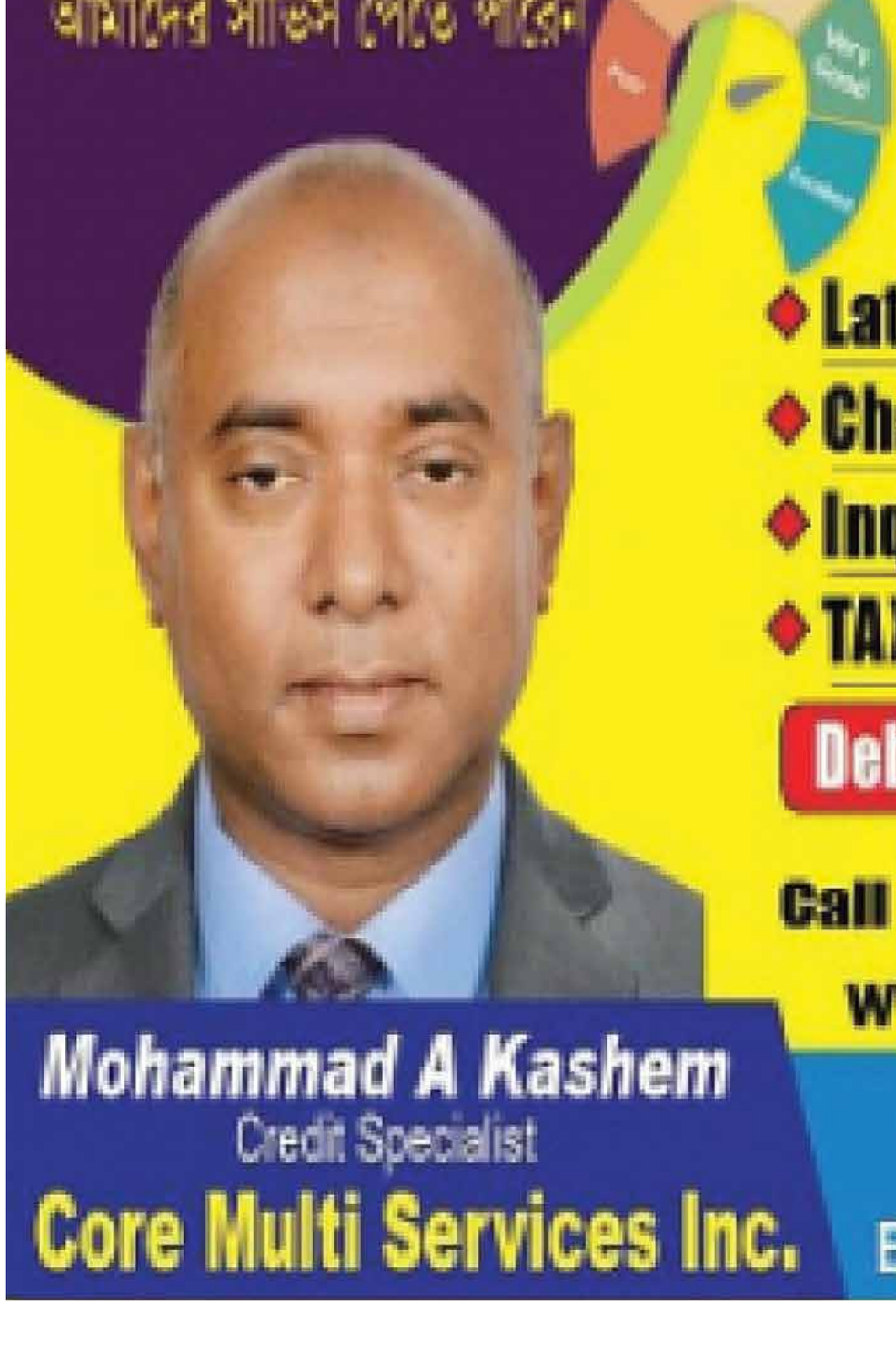

ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?

ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?

তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন

আমাদের সেবা সমূহ:

- Late Payments
- Repossessions
- Charge Offs
- Garnishment
- Inquiries
- Collections
- TAX Liens
- Bankruptcy

Debt Settlement / Debt Elemination

Call us 646-775-7008

www.cmscreditsolutions.com

Mohammad A Kashem
Credit Specialist
Core Multi Services Inc.

37-42, 72nd Street, Suite# 1
Jackson Heights NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

ইউটিউবে শাবনূরের রেকর্ড

বিনোদন ডেস্ক: ঢালিউডের দর্শকনন্দিত নায়িকা শাবনূর। যার অভিনয়ে আজও বুঁদ হয়ে আছেন সবাই। ক্যারিয়ারে অসংখ্য হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি। তবে বিয়ের পর রুপালি জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন শাবনূর। এরপর থেকেই প্রিয় তারকাকে পর্দায় দেখার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছেন সিনেমাপ্রেমীরা। দীর্ঘ বিরতির পর অবশেষে 'রঙ্গনা' সিনেমা দিয়ে পর্দায় ফিরছেন তিনি। এহতেশামের হাত ধরে ১৯৯৩ সালে চলচ্চিত্রে পা রাখেন শাবনূর। 'চাঁদনি রাতে' হিট না করলেও নজর কেড়েছিলেন তিনি। অকালপ্রয়াত অভিনেতা সালমান শাহর সঙ্গে জুটি বেঁধে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন 'তোমাকে চাই' অভিনেত্রী। একসঙ্গে জুটি বেঁধে ১৪টি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সালমান-শাবনূর। সেসব ছবির বেশির ভাগ গানই জনপ্রিয়। পরে রিয়াজ, ফেরদৌস, মান্না, শাকিব খানসহ অনেকের সঙ্গেই জুটি বাঁধেন শাবনূর। তাঁদের সঙ্গেও শাবনূরের হিট ছবি রয়েছে, রয়েছে হিট গানও।

হিসাব করে দেখা গেছে, শাবনূরের ঠোঁটে ১০০টিরও বেশি গান ইউটিউবে পেয়েছে কোটির ওপরে ভিউ। ২০টি গানই রয়েছে পাঁচ কোটি ভিউয়ের ঘরে। এফ আই মানিকের 'হৃদয়ের বন্ধন' ছবির 'বধূ বেশে কন্যা যখন এলোরে' শাবনূর অভিনীত সর্বোচ্চ ভিউ পাওয়া গান—১৮ কোটি ৮৭ লাখের বেশি। মমতাজ ও রথীন্দ্রনাথ রায়ের গাওয়া গানটি ২০১৮ সালে অনুপম মুভিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় স্থানে আছে 'ফুল নেব না অশ্রু নেব' ছবির 'বিধি তুমি বলে দাও আমি কার'— ৯ কোটি ৬৫ লাখের বেশি ভিউ। এন্ড্রু কিশোর, কনকচাঁপা ও বিপ্লবের গাওয়া গানটিও অনুপম ইউটিউবে আপলোড করেছিল ২০১৮ সালে। গ্রাম বাংলার যাত্রা পালায় এখনো পারফরম করতে দেখা যায় এ গানটি। একই ছবির 'দুধে আলতা বদন তোমার' ও 'আমার হৃদয় একটা আয়না' গান দুটিও যথাক্রমে সাত কোটি ২২ লাখ ও ছয় কোটি ৯৭ লাখ ভিউ পেয়েছে। 'ভুলনা আমায়' ছবির 'একদিকে পৃথিবী একদিকে তুমি যদি থাকো' গানটি অনুপমের চ্যানেলে ভিউ পেয়েছে সাত কোটি ৭৪ লাখের বেশি বার। একই গান এসবি নামের আরেকটি ইউটিউব চ্যানেলে ভিউ পেয়েছে ৪৫ লাখের বেশি। জি সিরিজের ইউটিউব চ্যানেলে গানটির ভিউ ৩৮ লাখ। সালমান শাহর সঙ্গে শাবনূরের 'আনন্দ অশ্রু' ছবির গান 'তুমি আমার এমনই একজন' দেখা হয়েছে আট কোটি ৪৯ লাখের বেশিবার। এই জুটির 'তোমাকে চাই' ছবির টাইটেল গান দেখা হয়েছে ছয় কোটি ৯৭ লাখের বেশিবার। গত সপ্তাহে গানটি নতুন সংগীতায়োজনে রাজীব ও ঝিলিকের কণ্ঠে প্রকাশ করেছে অনুপম। সেখানেও লাখের ওপর ভিউ। 'তুমি বড় ভাগ্যবতী' ছবির 'তুমি হবে বউগো আমি হবো শালি' ভিউ পেয়েছে ছয় কোটি ৬৫ লাখের বেশি। অনুপমের বাইরে একই গান মিম নামের চ্যানেলে দেখা হয়েছে ১০ লাখের বেশিবার। সালমান শাহ ও শাবনূরের 'স্বপ্নের ঠিকানা' [১৯৯৫] ছিল ব্লকবাস্টার। ছবির 'ও সাথিরে যেয়ো না কখনো দূরে' অনুপমের ইউটিউবে দেখা হয়েছে ছয় কোটি ৫০ লাখের বেশিবার। এই গান আরো বেশ কয়েকটি চ্যানেলেও রয়েছে। সব মিলে গানটির ১০ কোটি ৪২ লাখের বেশি। মান্নার সঙ্গে শাবনূরের 'দুই বধূ এক স্বামী' ছবির 'ভালোবাসতে গিয়ে আমি দুঃখই পেলাম' দেখা হয়েছে ছয় কোটি ৪২ লাখের বেশিবার। শাকিব খানের সঙ্গে শাবনূরের 'গোলাম' ছবির 'দুটি মন লেগে গেছে জোড়া' দেখা হয়েছে ছয় কোটি ৪১ লাখেরও বেশিবার। মাত্র তিন বছর আগে গানটি ইউটিউবে আপলোড করেছিল অনুপম। ওমর সানীর সঙ্গে জুটি বেঁধে কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছেন শাবনূর। তার মধ্যে 'কে অপরাধী' ছবির 'কত ভালোবাসী কী যে ভালোবাসি' দেখা হয়েছে ছয় কোটিরও বেশিবার, একই ছবির আরেক গান 'কী ছিলে আমার' ১১ কোটি ৬০ লাখের ঘর পেরিয়েছে। ফেরদৌসের সঙ্গে শাবনূরের সুপারহিট ছবি 'প্রেমের জ্বালা'। এই ছবির 'সাগরের মতোই গভীর' অনুপমের চ্যানেলে দেখা হয়েছে পাঁচ কোটি ৬৫ লাখেরও বেশিবার। এ ছাড়া গোল্ডেন টাইম সং ও টিএফকে ফিল্মের ইউটিউব চ্যানেলেও গানটি পেয়েছে লাখ ভিউ। এ ছাড়া 'হৃদয় শুধু তোমার জন্য' ছবির 'ভালোবাসা ছাড়া জানি বাঁচে না হৃদয়', 'তুমি বড় ভাগ্যবতী' ছবির 'পাখিরে ও পাখিরে', 'নাচনেওয়ালী' ছবির 'ছুঁইয়ো না ছুঁইয়ো না' গানগুলোর প্রতিটিই পাঁচ কোটির বেশিবার দেখেছেন দর্শক। 'খেয়া ঘাটের মাঝি' ছবির 'কোন কাননের ফুল গো তুমি' ও 'স্বপ্নের বাসর' ছবির 'কিছু কিছু মানুষের জীবনে' গান দুটিও পাঁচ কোটি ভিউয়ের দ্বারপ্রান্তে। প্রথমটি দেখা হয়েছে চার কোটি ৯০ লাখ, দ্বিতীয়টি চার কোটি ৭৩ লাখ।

'শয়তানের ওপর সব দোষ চাপিয়ে আমরা বাঁচতে চাই'

বিনোদন ডেস্ক: সম্প্রতি দেশের আলোচিত একটি ঘটনা নিয়ে নির্মিত ওয়েব ফিল্মে কাজ করেছেন অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। , ময়মনসিংহ পৌরসভার কাশর এলাকার ইটখলায় রেললাইনে এক পরিবারের ৯ সদস্য 'আত্ম হ ত্যা'র ঘটনায় এই ওয়েব ফিল্মটি নির্মাণ করেছেন 'পুনর্জন্ম' নির্মাতা ভিকি জাহেদ। 'চক্র' নামের এই ওয়েব ফিল্মে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়েছিলেন ফারিণ।

'কাজটি করার সময় বেশ কিছু দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম। একপর্যায়ে মনে প্রশ্ন জাগে— কাজটি করা আমার ঠিক হচ্ছে কি না?' কেমন অভিজ্ঞতা, সেটাও তুলে ধরেছেন অভিনেত্রী। তার ভাষায়, 'আমরা যেখানে বা যেই হাউসে শুটিং করি, সেখানে প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিনই আমার ভেতরে নেগেটিভ কিছু বিষয় উপলব্ধি হয়। শুটিং চলাকালীন আমি একবার কারণ ছাড়াই অজ্ঞান হয়ে যাই। এরপর আমাদের নির্মাতা ভিকি ভাইয়ার পা ভেঙে যায়। তারপর শুটিং চলাকালীন আমি প্রতিনিয়ত দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকি। তারপর আমাদের শুটিং ইউনিটের অনেকেই কারণ ছাড়া আমাদের সেট থেকে চলে যাচ্ছিলেন, যার ব্যাখ্যা আসলে আমরা এখনো পাইনি।'

নানা বাধা-বিপত্তির পর সম্প্রতি একটি ওটিটি প্লাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে 'চক্র'। ওয়েব ফিল্মটি মুক্তির পরই শনিবার নিজের ফেসবুকে একটি রহস্যময় স্ট্যাটাস দিয়েছেন অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ।

যেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমরা সবসময় শয়তানের ওপর সব দোষ চাপিয়ে বাঁচতে চাই। অথচ মানুষ কিন্তু শয়তানের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ মানুষ তার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো ধারনাই রাখে না। আর যারা রাখে তাদের ওপর শয়তান কখনও আছর করতে পারে না। আপনি কোন দলে?'

'চক্র'- ওয়েব ফিল্মে প্রধান দুই চরিত্রে আছেন তাসনিয়া ফারিণ ও তৌসিফ মাহবুব। এতে আরো অভিনয় করেছেন শাহেদ আলী, মারশিয়া শাওন, একে আজাদ সেতু, মাসুদুল মাহমুদ রোহান প্রমুখ।

পুরুষতান্ত্রিক ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখা কঠিন: কারিনা

বিনোদন ডেস্ক: অভিনেত্রী কারিনা কাপুর বলেছেন, ১৭-১৮ বছর বয়সে প্রায় প্রত্যেকের স্বপ্ন থাকে একজন বড় অভিনেত্রী হওয়ার। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি দিন টিকে থাকা রীতিমতো কঠিন সাধ্য একটি ব্যাপার। তিনি আরও বলেন, পুরুষতান্ত্রিক ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন। সম্প্রতি ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ২৫ বছর পূর্ণ করেছেন অভিনেত্রী কারিনা কাপুর। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক সাক্ষাৎকারে পুরুষশাসিত ইন্ডাস্ট্রিতে একজন অভিনেত্রীর কী ধরনের চ্যালেঞ্জ, সে বিষয়ে কথা বলেন কারিনা কাপুর। এ অভিনেত্রী বলেন, বলিউডে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার থেকে টিকিয়ে রাখা আরও কঠিন। পুরুষতান্ত্রিক ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য সব সময় নতুনত্ব কিছু নিয়ে আসতে হয়। আমি ছাড়াও এমন অনেক অভিনেত্রী রয়েছেন, যারা বছরের পর বছর নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন। তবে এর জন্য প্রতি পাঁচ বছরে নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়— আমি নতুন কি দিতে পারলাম ইন্ডাস্ট্রিকে? অভিনেত্রী বলেন, আমি এমন একটি পরিবার (কাপুর) থেকে এসেছি, যেখানে আমাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কারণ তারা সবাই বড় অভিনেতা। তবে আমি কোথাও আমার চিহ্ন রেখে যেতে চাই। তিনি বলেন, প্রতি ১০ বছর পর সেখানে নতুন কেউ আসে, তাহলে আমি কীভাবে স্থায়ী হব? কারিনা বলেন, নিজেকে টিকিয়ে রাখা খুব কঠিন। তাই আমি বেছে বেছে কাজ করি। সেটি বাকিংহাম মার্ডারস, সিংগাম, ক্রু বা জানে জান— এগুলো সব স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে দেখা যাচ্ছে। আমি মনে করি, এটি বড়পর্দাতেও দুর্দান্ত হিট করত। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে জেপি দত্তের 'রিফিউজি' দিয়ে কারিনা কাপুরের বলিউডে আত্মপ্রকাশ। পরে তিনি 'কভি খুশি কভি গম', 'যুবা', 'চামেলি', 'ওমকারা', 'যব উই মেট', 'টাশান', 'থ্রি ইডিয়টস', 'হিরোইন', 'সিংহাম রিটার্নস', 'গুড নিউজ',' লাল সিং চাড্ডা', র মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন। বর্তমানে জানে জান, ক্রু ও বাকিংহাম মার্ডারসে অভিনয় করে নজর কাড়েন কারিনা। কারিনা কাপুরকে পরবর্তী সময়ে রোহিত শেঠির সিংহাম এগেইনে দেখা যাবে। অ্যাকশন-থ্রিলারটিতে অজয় দেবগন, দীপিকা পাড়ুকোন, টাইগার শ্রফ, রণবীর সিং, জ্যাকি শ্রফ, অর্জুন কাপুর এবং অক্ষয় কুমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আগামী ১ নভেম্বর ২০২৪-এ মুক্তি পেতে চলেছে সিংহাম এগেইন।

মন ভালো নেই অপু বিশ্বাসের

বিনোদন ডেস্ক: হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। উৎসব ঘিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন মেতে উঠেছেন আনন্দ-উল্লাসে। ছুটে যাচ্ছেন বিভিন্ন পূজামণ্ডপে। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এসেছে উৎসবের দিনগুলো। আজ শনিবার মহানবমী। ১০৮টি নীলপদ্মে পূজা হবে দেবীদুর্গার। আর আগামীকাল বিসর্জনের পর্ব। এর মধ্যদিয়ে শেষ হবে সবচেয়ে বড় এই উৎসবে। বিশেষ এই দিনগুলোতে মন ভালো নেই শোবিজের জনপ্রিয় দুই তারকা অপু বিশ্বাস ও পূজা চেরির। এবারের পূজায় ঢাকাতেই আছেন অপু বিশ্বাস।

তবে পূজা চেরি আছেন সিরাজগঞ্জে, শুটিংয়ে। দুই নায়িকারই মন থেকে হারিয়ে গেছে পূজার আনন্দ। কারণটি দুজনের মাতৃবিয়োগ। অপুর কথায়, 'মা (শেফালী বিশ্বাস) নেই বলে পূজা এলে মনটা কালো মেঘের মতো অন্ধকার হয়ে যায়। নিজেকে খুব একা লাগে। মায়ের জন্য আজকের আমি। তার ভালোবাসা, আদর ও অনুপ্রেরণা ছিল বলেই এতদূর আসতে পেরেছি। সেই মা নেই। তাকে ছাড়া পূজার আনন্দ কোনোদিন হবে না। মাকে প্রতিদিনই মনে পড়ে। তবে, পূজার সময় বেশি মনে পড়ে।' পূজা চেরির কথায়, 'সবাই জানেন, মা (ঝর্ণা রায়) আমার সঙ্গে নেই। তিনি মারা গেছেন ছয় মাস হতে চলেছে। গতবারও মা আমার সঙ্গে ছিলেন। বিভিন্ন পূজামণ্ডপে মা আমার হাত ধরে গেছেন। বিষয়টা এমন- আমি তার মা। ওই ব্যাপারটা আসলে রিকল হচ্ছে। এবার আসলে সেভাবে কোনো পরিকল্পনা নেই। নিজের জন্য একটা সুতাও কিনিনি। কিনবও না। কাজে ব্যস্ত থাকব।' মন খারাপ থাকলেও প্রার্থনার জন্য পূজামণ্ডপে গিয়েছেন দুই নায়িকা। উৎসবের দিনগুলো অপু কাটাচ্ছেন ছেলে জয়কে নিয়ে।

টি-টোকেন: চা-বাগানের বিশেষ মুদ্রা!

ফিচার ডেস্ক: পুরো সিলেট বিভাগের চা-বাগানগুলোতে কত শতবার গিয়েছি, হিসাব রাখিনি। কখনো ভ্রমণে, কখনো কাজে। কাজ বলতে তথ্যচিত্র নির্মাণ, যেটি ছিল চা-বাগানকেন্দ্রিক। ২০২০ সালে শুরু করি তথ্যচিত্র 'Tombs: Tea Planters Cemeteries in Sylhet'। কাজ শেষ হয় ২০২২ সালে। করোনা অতিমারি উপেক্ষা করে তথ্যচিত্রের কাজ চলেছে। ব্রিটিশ বণিক, চা-বাগান গড়ে ওঠার ইতিহাস, টি-টোকেন, চা-শ্রমিক ও তাদের চা-শ্রমিক হয়ে ওঠার করুণ ইতিহাস, ব্রিটিশ বণিকদের সমাধিক্ষেত্র—এসব বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা পাই সেই দুই বছরে। লুপ্ত বিষয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি থাকে। তাই চা-বাগানের বিলুপ্ত মুদ্রা টি-টোকেন নিয়ে পরবর্তী সময়ে জানার প্রয়াস পাই অবশ্যই পঠন-পাঠনে ও টি-টোকেন সংগ্রাহকদের সাথে আলাপচারিতায়। ইতিহাস আলোচনার জন্য প্রয়োজন ইতিহাস-মনস্কতা, সব সময় প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি জরুরি নয় বলেই আমি মনে করি। তাই নিজেকে একজন ইতিহাস অনুরাগী ভাবতে আমার ভালো লাগে।

সেই অনুরাগের জায়গা থেকেই টি-টোকেন ছুঁয়ে দেখা, টি-টোকেন সম্পর্কে অবগত হওয়ার অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আজকের ছোট্ট রচনা।

টি-টোকেন!! ব্রিটিশ সময়ে চা-বাগানের শ্রমিকদের বিশেষ মুদ্রা। চা-শ্রমিকদের মজুরি মেটানোর জন্য ভিন্ন ধরনের মুদ্রার প্রচলন করেছিল ব্রিটিশ বণিকেরা, যা প্রচলিত মুদ্রার বাজার থেকে ছিল একেবারেই আলাদা। ভারতবর্ষে চায়ের বাণিজ্যিকীকরণের পদে পদে ছিল নানা বাধা ও প্রতিকূলতা। উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা না থাকার কারণে সরকারি টাকায় মজুরি পরিশোধ করা ছিল বাগানমালিকদের জন্য কষ্টকর কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে অলাভজনক। মূলত সে কারণেই বাগানে ভিন্ন রীতির মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। মজুরি হিসেবে চা-শ্রমিকদের এই মুদ্রা দেওয়া হতো। যাকে আমরা টি-টোকেন বলছি।

এই ধাতুর মুদ্রাগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্য জগতের বাইরে, জঙ্গলাকীর্ণ, যোগাযোগবিচ্ছিন্ন চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনের এক জলন্ত দলিল। একসময় এই মুদ্রাগুলো ছিল দরিদ্র শ্রমিকদের আশা-আনন্দের সাক্ষী। এই ধাতুর টুকরো চা-বাগানের কুলিদের নানাভাবে ঠকাতেও সাহায্য করেছিল। সে কথা জানলেও শিরদাঁড়ায় শিহরণ খেলে।

বাংলাদেশের চা পৃথিবীব্যাপী 'সিলেট টি' নামে খ্যাত। বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বের দশম চা উৎপাদনকারী দেশ আর রপ্তানিতে নবম। এই অঞ্চলে যখন চা চাষ শুরু হয়, তখন চা-বাগানের সিংহভাগ দখলে ছিল ব্রিটিশ বণিকদের। মাইলের পর মাইল বিশাল এই বাগানগুলোতে কাজ করার জন্য দরকার ছিল বিপুল শ্রমিকের। বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশসহ ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকজনকে নিয়ে আসা হয়। বংশপরম্পরায় তারা বাস করছে এই ভুখণ্ডে। বৃহত্তর সিলেট এলাকায় প্রায় শতাধিক চা-বাগানে কর্মরত আছে এক লাখ আঠারো হাজার চা-শ্রমিক। মোট শ্রমিকের প্রায় ৬৪ শতাংশ নারী।

টি-টোকেন নিয়ে কথা বলতে হলে আসলে ভারতবর্ষে চা-গাছ আবিস্কার, চা-বাগানের প্রসার, তখনকার যোগাযোগব্যবস্থা, চা-শ্রমিকদের আগমনের কারণ, ব্রিটিশ মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ে অল্প করে আলোকপাত করতেই হবে। নয়তো এ রচনা অসম্পূর্ণ ঠেকবে।

খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে সম্রাট শেন নাং চায়ের আবিষ্কার করেন। 'দি হারবাল ক্যানন অব শেন নাং' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, চায়ের নির্যাসে ৭২ রকম বিষকে দমন করার ক্ষমতা রয়েছে। ১৬০০ শতকে চা ডাচদের হাত ধরে ইউরোপে যায়। ১৭০০ শতাব্দীতে চা ইংল্যান্ডে পৌঁছায়। লন্ডনে ১৬৫৯ সালে প্রথম চায়ের দোকান খোলা হয়। ১৬৬৭ সালে ব্রিটিশরা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চীন থেকে চা রপ্তানি করতে থাকে। তখন পুরো বিশ্ব চায়ের জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। চীনের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে ১৭৮০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চায়ের গাছ তৈরি হয় কিড সাহেবের বাগানে। সেই বাগান এখন কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেন। কিড সাহেব কোম্পানিকে জানান, শিবপুর চায়ের জন্য উপযুক্ত নয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে চা চাষের ইতিহাসে যার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, তিনি মি. চার্লস আলেকজান্ডার ব্রুস, সংক্ষেপে সি এ ব্রুস। তার নিকট ভারতের চা-শিল্প অনেকটাই ঋণী। মি. ব্রুস আসামে দিনের পর দিন থেকেছেন এখানকার জলবায়ু ও স্থানীয় জনসাধারণের চরিত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। আসামের পার্বত্য অঞ্চলে ১৮২৩ সালে মি. ব্রুস প্রথম প্রাকৃতিক চায়ের সাক্ষাৎ পান। আসামের সিদ্ধিয়াতে তিনি ১৮২৫ সালে একটি চায়ের প্রকল্প শুরু করেন। তারপর রবার্ট ব্রুস ১৮৩৪ সালে আসামের উঁচু অঞ্চলে চা-গাছের সন্ধান পান। ১৮৩৬ সালে সেখানে তিনি ভারতীয় চায়ের একটি নার্সারি স্থাপন করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৩৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রথম ব্যক্তিগত টি কোম্পানি হিসেবে 'The Assam Tea Company' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল চীন দেশের বাইরে চা-শিল্পের সামগ্রিক বিকাশের সূচনা। ১৮৪৫ সালে আসাম টি কোম্পানি রাজকীয় সনদ লাভ করে। ৬০টি বাগানে ১২ হাজার হেক্টর জমিতে চা চাষ প্রতিষ্ঠা পায়। দ্রুত চায়ের বিস্তার ঘটতে থাকে। একই সময়ে সুরমা ভ্যালি চা হিসেবে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলেও চা চাষ শুরু হয়। ১৮৫৫ সালে সিলেটের চাঁদখানি টিলায় চা-গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। সিলেটে ১৮৪৭ সালে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চা উৎপাদন শুরু হয়।

যদিও চা-বাগানের সংখ্যা ধাপে ধাপে বাড়ছিল, কিন্তু আসাম ও সিলেটের চা উৎপাদক অঞ্চলসমূহ প্রায় যোগাযোগবিচ্ছিন্ন ছিল। চা-বাগানের মালিকেরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি না হলে কুলি আমদানি অতিরিক্ত খরচসাপেক্ষ এবং এর ফলে লাভের মাত্রাও কম হচ্ছে। স্টিমার ও রেলপথে সরাসরি সেই বাগানগুলোতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ইউরোপীয় মূলধনের লভ্যাংশ দ্রুত মূলধন নিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে হলে শ্রমিক আমদানির খরচ নিচুতেই রাখতে হবে। সে কারণে চিন্তাভাবনা করেই অশিক্ষিত, হতদরিদ্র, পিছিয়ে পড়া উপজাতি ভারতবাসীদেরই চা-বাগান মালিকপক্ষ প্রথম পছন্দের তালিকায় রেখেছিল। নিজেদের জন্মস্থান থেকে বহু দূরে আসা এই শ্রমিকেরা কোনো দাবি নিয়ে সহজে প্রতিবাদ করতে পারবে না। অন্য স্থল থেকে শ্রমিক আমদানি করার আরও একটি কারণ হলো,

বিহার ও ওড়িশার আদিবাসী মানুষদের জঙ্গলের ওপর নিজেদের পরম্পরা ও অধিকার বজায় রাখার জন্য ১৮৩২ সালে চুয়াড় বিদ্রোহ, ১৮৩৩ সালে মানভূম বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, ১৮৫৬ সালে সিধু-কানু, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইংরেজদের শঙ্কায় ফেলেছিল। ফলে চা-শ্রমিকদের কাজের জন্য যদি প্রচুর লোক অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে নতুন করে বিদ্রোহ দানা বাঁধবে না। সে সময় পত্রপত্রিকায় চা শ্রমিকদের নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। সোমপ্রকাশ, ঢাকা প্রকাশ নিয়মিতভাবে সিরিজ লেখা শুরু করে। কিন্তু মালিকদের চোখরাঙানিতে সংবাদদাতা লেখা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

শ্রমিক বাহিনীকে প্রলোভিত করে ধাপে ধাপে আসাম ও সিলেটের চা-অঞ্চলগুলোতে নিয়ে আসা হতো। এ জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো, তা যে কোনো সভ্য মানুষের কাছে বর্বরতার শামিল। শ্রমিক সংগ্রহের জন্য তারা নিয়োগ করেছিল আড়কাঠি (মজুর সংগ্রহকারী), ব্যক্তিগত কমিশন দিয়ে। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে চা-বাগান পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় পৌঁছাতে পারলে কমিশন দেওয়া হতো। শ্রমিকেরা চা-বাগানে পৌঁছানোর পর টিপসই দিয়ে চুক্তিবদ্ধ করা হতো ৫ বছরের জন্য। একই বাগানে ৫ বছর কাজ করার জন্য সে বাধ্য থাকত। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত ৮৫ হাজার শ্রমিক আমদানি করা হয়েছিল আসাম ও সিলেটের চা-বাগানগুলোতে। শ্রমিকদের জন্য কোনো চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল না। এমনকি বাসস্থনের জমি নির্বাচনেও যথেষ্ট বৈষম্য ছিল। সব থেকে উঁচু জমিতে তৈরি করা হতো সাহেবদের বাংলো। মাঝারি উঁচু জমিতে তৈরি হতো বাবুদের বাংলো। সবচেয়ে নিচু জমি, যেখানে চা-গাছ লাগানোর জন্য উপযুক্ত নয়, এমন স্থানে তৈরি হতো কুলি লাইন।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নিয়ে। সেই প্রসঙ্গে এলে জানতে হবে সমকালীন মুদ্রাব্যবস্থা কেমন ছিল আসাম ও সিলেট অঞ্চলে। ১৮২৪ সালে বর্মি বাহিনীকে তাড়িয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উত্তর-পূর্ব ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। বঙ্গদেশ তথা সিলেট অঞ্চল অনেক আগেই ১৭৬৫ সালে কোম্পানির করায়ত্ত হয়।

আসামের মুদ্রাব্যবস্থা অনেক জটিল ও মুদ্রা দুষ্পাপ্য ছিল। শ্রীহট্ট কিংবা শ্রীভূমি অঞ্চলে ভালো যোগাযোগব্যবস্থা না থাকায় ক্ষুদ্র মুদ্রা যেমন পাই পয়সা, এক পয়সা ইত্যাদির খুব অভাব ছিল। শ্রীহট্টে দীর্ঘদিন ধাতুনির্মিত পয়সার বদলে কড়ি দিয়ে দৈনন্দিন কেনাবেচা অব্যাহত ছিল। জমির খাজনাও তখন কড়ি দিয়ে প্রদান করার রীতি ছিল।

কড়ি প্রথা উঠিয়ে দিলে শ্রীহট্টে সাধারণ মানুষের কেনাবেচায় সাংঘাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীহট্টে সে সময় প্রচুর বাগান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেখানে বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের পারিশ্রমিক দানে প্রচুর খুচরো পয়সার প্রয়োজন ছিল। শ্রীহট্ট ও আসামে স্বল্পমূল্য পয়সার তীব্র আকাল হওয়ায় চা-বাগানের মালিকরা এক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

চা-বাগানে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক পদ্ধতি অন্য শিল্প বা কৃষিক্ষেত্র থেকে আলাদা ছিল। কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে নগদ পয়সা এবং বাকি অংশ চাল দেওয়া হতো। এ জন্য প্রচুর পরিমাণে চাল আমদানি করতে হতো। পারিশ্রমিকের আরও একটি পদ্ধতি ছিল দিনহাজিরা। টিক্কা অর্থাৎ অতিরিক্ত কাজ, যা হাজিরার পর শেষ করতে হতো। এ ক্ষেত্রে সামান্য বর্ধিত হারে পয়সা দেওয়া হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে হাজিরার বদলে ইউনিট প্রথা চালু হয়। এক ইউনিট কাজের জন্য এক আনা দেওয়া হতো। ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে চালের আকাল হয়। ফলে নগদ পয়সা দিতে হয় পারিশ্রমিক হিসেবে।

১৮৩৫ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক পাই, আধা পয়সা, এক পয়সা, দুই পয়সা, দুই আনা মূল্যের মুদ্রা তৈরি করেছিল। মুদ্রাগুলোর সরবরাহ খুব কম ছিল। ফলে একটি সমান্তরাল মুদ্রা আসাম, সিলেট, ভারতের উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে চালু হয়। এইসব মুদ্রার সরকারি স্বীকৃতি ছিল না বলে এগুলোকে টোকেন বা কুপন বলা হয়।

দুর্গম অঞ্চলে যোগাযোগব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু কলকাতা থেকে এই টোকেনগুলো বাগান অবধি পৌঁছানো সহজ ছিল না। স্টিমার চলত কলকাতা থেকে গোয়াহাটি পর্যন্ত। সেখান থেকে আসাম ও সিলেটের বাগানে দেশীয় নৌকাযোগে নিয়ে যাওয়া হতো। মুদ্রাগুলো অনেক ছোট ছোট থলেতে রেখে, প্রতিটি থলে ভাসমান বাঁশের ভেলায় বেঁধে রাখা হতো। যদি নৌকা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়, তবে ভেলায় বেঁধে রাখা থলেগুলো ভেসে থাকবে ও উদ্ধার করা যাবে।

চা-বাগানের নিজস্ব মুদ্রা চালু হওয়াতে দুর্গম অঞ্চলে লেনদেনে গভীর প্রভাব ফেলে। এই মুদ্রার ব্যবহার চা-বাগানের মাঝে সীমিত থাকার কারণে শ্রমিকেরা নির্দিষ্ট মহাজনদের কাছ থেকেই নির্ধারিত মূল্যে দৈনন্দিন জিনিসপত্র কিনতে বাধ্য হতো।

এসব তথাকথিত মুদ্রা তৈরি হতো মিশ্র ধাতু দিয়ে। কাঁসা, তামা, জিঙ্ক, টিন ও কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি রেলওয়ে টিকিটের মতো দেখতে টোকেনও চালু ছিল। মুদ্রাগুলো ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির ছিল, কারণ নিরক্ষর চা-শ্রমিকেরা যাতে সহজেই নিজের বাগানের টোকেন চিনতে পারে।

আরও আশ্চর্যের বিষয়–পাশাপাশি দুই বাগানের দুই রকম মুদ্রার প্রচলন ছিল।

এই টোকেনগুলো সাধারণত কুড়ি থেকে একত্রিশ মিলিমিটার পর্যন্ত চওড়া ছিল। অধিকাংশ টোকেনেই ইংরেজি ভাষা ব্যবহার হতো। টোকেনগুলোতে প্রধানত ইংরেজিতে চা-বাগানের নাম, মূল্য ও নির্মাণ সন উল্লেখ থাকত।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, টোকেনগুলো তৈরি হতো কোথায়। ধাতুর টোকেনগুলো তৈরি হয়েছিল ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে এক ব্যক্তিগত মালিকানার টাকশালে। প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'আর হিটন অ্যান্ড সন্স'; পরে নাম হয় মিন্ট বার্মিংহাম লিমিটেড। জানা যায়, সামান্য কিছু টোকেন কলকাতার সরকারি টাকশালেও তৈরি হয়েছিল।

তবে কলকাতা কিংবা বাংলাদেশে এই সম্পর্কে কোনো নথিপত্র পাওয়া যায়নি। কিন্তু বার্মিংহামের 'আর হিটন অ্যান্ড সন্স' এখনো এ বিষয়ে তাদের নথিপত্র ও নমুনা তাদের সংগ্রহশালায় রেখে দিয়েছে। সত্য কথা, আধুনিক মন থেকে চা-বাগানের এই বিনিময় মুদ্রার নাম মুছে গেছে। অথচ ভুলে যাওয়া এই মুদ্রাব্যবস্থা আসাম ও বঙ্গদেশে প্রায় ১০০ বছর চালু ছিল। আজ অবধি শত শত চা-বাগানের মধ্যে মাত্র ৮৫টি বাগানের কয়েক শ টোকেনের কথা জানা গেছে। অজানা অংশের পাল্লা এখনো বেজায় ভারী। তবে একটি সুখকর দিক অবশ্যই রয়েছে, সেটি হলো নতুন গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

ইতিহাসের পাতা ঘুরে এবার আসি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্পে। মানে প্রথম কবে টি-টোকেন দেখলাম, সেগুলো নিয়ে আগ্রহ তৈরি হলো, তার সামান্য জানবার প্রয়াস তুলে ধরছি।

প্রথম যেদিন টি-টোকেন দেখেছি! চা-শ্রমিকদের মজুরি মেটানোর জন্য ভিন্ন ধরনের মুদ্রার প্রচলন করেছিল ব্রিটিশ বণিকেরা, যা প্রচলিত মুদ্রার বাজার থেকে ছিল একেবারেই আলাদা, এ কথা জেনেছি চা-বাগানের ইতিহাস পড়তে গিয়ে।

এই মুদ্রার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে, এই মুদ্রা বিলুপ্ত ভেবে এটি দেখবার আগ্রহ ও চিন্তা কোনোটিই মাথায় আসেনি। ট্রাভেল ডকুমেন্টারি 'Tombs: Tea Planters Cemeteries in Sylhet'-এর কাজ করতে গিয়ে দেখা হলো, কথা হলো আশরাফ আহমেদের সাথে। তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে বাগানের কিছু বিলুপ্ত টি-টোকেন।

আশরাফ আহমেদের একটি ভিডিও ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য তার বাসায় যাই। চা-বাগানের সাথে আশরাফ আহমেদের সম্পর্ক দীর্ঘ ৫০ বছরের। তিনি ১৯৭৪ সালে চা-বাগানে তার কর্মজীবন শুরু করেন। বাংলাদেশে তিনি একজন সুপরিচিত চা-বিশেষজ্ঞ। পেশাগত এই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তিনি দারুণ একজন ডাকটিকিট, টি-টোকেন সংগ্রাহক ও ইতিহাস অনুরাগী। পাকিস্তান বেতারেও কাজ করেছেন তিনি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ সাল অবধি। একজন চা-বিশেষজ্ঞ ও ইতিহাস অনুরাগী হিসেবে সংগত কারণেই আমার নির্মিত তথ্যচিত্রে আশরাফ আহমেদের মন্তব্য ভীষণ মূল্যবান ছিল। সে কারণেই আশরাফ আহমেদের সাথে দেখা, একই কারণে টি-টোকেন দেখা ও জানা।

আশরাফ আহমেদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ১৫টি টি-টোকেন রয়েছে। নিজের আগ্রহ থেকে কয়েনগুলো নিয়ে একটু জানতে আগ্রহ হলো। ১৫টির মাঝে ১৩টি কয়েন সম্পর্কে কিছুটা অবগত হলাম আশরাফ আহমেদের উপহার দেওয়া শংকর কুমার বসুর একটি বই থেকে। তৎকালীন প্রতিটি কয়েনেই বাগানের নাম লেখা থাকত। সেই জন্যই শনাক্ত করা সহজ হয়েছে। তবে কয়েনের দুই দিকেই নানা ইনফরমেশন দেওয়া আছে। কিন্তু স্যারের সংগৃহীত বক্সের কয়েনগুলো শুধু একদিকে পড়া যায়। সেগুলো বক্সের সাথে ফিক্সড করে রাখা হয়েছে।

আমরাইল সেন্টার: এই বাগানের মালিকানায় ছিল দ্য সাউথ সিলেট টি কোম্পানি লিমিটেড। বর্তমানে এই বাগান জেমস ফিনলের অধীনে। ডিম্বাকৃতির এই কয়েন বক্সে রয়েছে দুটি।

আলীনগর বাগান: এই বাগানের মালিকানায় ছিলেন টি ম্যাকমিকিন এবং ডাবলিউ রবার্টসন। এটি বর্তমানে শমশেরনগরের কাছে। গোলাকার ২৮ মিমি ব্যাসের এই মুদ্রা তৈরি করা হয়েছিল ৭৬০০টি। কয়েনের মাঝের ছিদ্র চার মাথা তারার মতো। বক্সে রয়েছে ১টি।

কাজুরীছড়া: এই বাগানটিও দ্য সাউথ সিলেট লিমিটেডের অধীনে ছিল। টোকেনের ওপরে একটি ও নিচে দুটি ছিদ্র আছে। বক্সে এই কয়েন রয়েছে ৪টি।

লংলা চা বাগান: ১৮৭৮ সালে এম ফক্স ছিলেন এই বাগানের মালিক। এই বাগানের তিন ধরনের টোকেন পাওয়া যায়। পুরুষ, মহিলা ও শিশুশ্রমিকদের আলাদা আলাদা টোকেন ছিল। বক্সে ২৮ মিমি ব্যাসের, মাঝে একটি ছিদ্রসহ ২টি মুদ্রা রয়েছে।

লংলা চা বাগান: আকারে ছোট ২৫ মিমি ব্যাসের এই টোকেন সম্ভবত শিশু ও মহিলা চা-শ্রমিকদের জন্য ব্যবহৃত হতো।

সাতগাঁ বাগান:১৮৮৩ সালে এটি তৈরি করা হয়েছিল বলে শংকর কুমারের বইতে লেখা রয়েছে। SATGHAS বানানটি এ রকম। ব্রিটিশরা যেভাবে বাংলা উচ্চারণ করত, সেভাবেই লেখা হয়েছে সাতগাঁ। বক্সে এই টোকেন আছে ১টি।

শংকর কুমার বোসের বইতে কিছু অশনাক্ত টোকেনের ছবি রয়েছে। আশরাফ আহমেদের বক্সে সেই অশনাক্ত টোকেনের একটি রয়েছে। পিতলের ৩০ মিমি ব্যাসের টোকেনটিতে ওপরের দিকে একটি ছিদ্র, মাঝে ব্রিটিশ ক্রাউনের ছবি এবং নিচে লেখা রয়েছে CTC।

ধামাই চা-বাগান: ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। অবিভক্ত সিলেটের করিমগঞ্জে ছিল এই বাগান। ২০.৫ মিমি ব্যাসের মুদ্রা এটি। মুদ্রার যে পিঠ দেখা যাচ্ছে, তাতে লেখা রয়েছে O.S. & CO.। বর্তমানে এটি মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত।

আগেই বলেছি, আমি মুদ্রার একটি পিঠ ধরেই বইয়ের সাথে বর্ণনা মিলিয়েছি। টোকেনের ভিন্ন পাশেও অনেক ইনফরমেশন রয়েছে। যেহেতু এক পিঠই দেখার সুযোগ আমি পেয়েছি, তাই একেবারে নির্ভুল না-ও হতে পারে।

ব্রিটিশদের অনেক বিষয়, কর্মপদ্ধতি আমার পছন্দ নয়, কিন্তু ডকুমেন্টেশনে তাদের ওপরে বিশ্বে আর কোনো জাতি রয়েছে বলে আমি মনে করি না। যে টোকেনগুলোর বাজারমূল্য ছিল না, সরকারিভাবে তৎকালীন সময়ে গ্রহণযোগ্যতাও ছিল না। সেই মুদ্রার দুই পিঠব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজনপদ্ধতি অনুকরণীয় বটে। মুদ্রা তৈরির সাল, চা-বাগানের নাম, লোগো সমস্ত তথ্য রয়েছে মুদ্রাতে। এমন নয় যে পরবর্তীতে এই তথ্যগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি। সেটিও হয়েছে। কোন মুদ্রা কতগুলো তৈরি করা হয়েছিল, সে তথ্যও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

এটি আসলে বিস্ময়ের কিছু নয় যে ব্রিটিশরা একসময় পুরো বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ শাসন করেছে।

সমকালীন সময়ে চা-বাগানের টোকেনগুলোকে ভাগ করা হয়েছিল—আসাম-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার টোকেন, আসাম-বরাক উপত্যকার টোকেন, আসাম-সুরমা উপত্যকার টোকেন। সুরমা উপত্যকার কথা এলেই সিলেটের প্রায় সব বাগান অন্তর্ভুক্ত হবে, বলাই বাহুল্য।

টি-টোকেনের প্রতি আগ্রহের কারণে চা-বিশেষজ্ঞ আশরাফ তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বিলুপ্ত একটি মুদ্রা আমাকে উপহার দিয়েছেন।

ভারতের রেকর্ডের দিনে ধবলধোলাই টাইগাররা

আওয়াজবিডি ডেস্ক: 'লজ্জা' শব্দটার বিশেষণ আর কতভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেটে যুক্ত হতে পারে সেটাই এখন বরং নতুন করে ভাবা যেতে পারে। বাংলাদেশের ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট খুব একটা আপন ছিল না কখনোই। তবু, আজ কিছুটা সেই মেজাজের ব্যাটিং দেখা গেল। হায়দরাবাদে রান তাড়ায় ১০ ওভার শেষে বাংলাদেশের রান ছিল ৩ উইকেটে ৯৪। ওভার প্রতি ৯.৪ করে তুলেছে বাংলাদেশে। আগের দুই ম্যাচ তো বটেই, সাম্প্রতিক টি-টোয়েন্টি ফর্মের হিসেবে এই রান বেশ ভালোই। কিন্তু যেখানে প্রতিপক্ষ ভারত তুলেছে ২৯৭ রান, গড়েছে এক ডজন রেকর্ড। সেখানে ১০ ওভারে ৯৪ খুব ভালো কিছু না।

আগের দুই ম্যাচে বাংলাদেশ আটকে ছিল বরাবরের মতো সেই ১৩০ এর ঘরেই। এদিন লিটন কুমার দাস, তাওহীদ হৃদয়দের কল্যাণে সেটা টেনে নেয়া গেল ১৬৪ রান পর্যন্ত। কিন্তু তাতে লাভ হলো না, বরং নিজেদের ইতিহাসে রানের বিবেচনায় সবচেয়ে বড় হার দেখল টাইগাররা। বাংলাদেশ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ হারল ১৩৩ রানের বড় ব্যবধানে। ২৯৭ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে প্রথম বলেই মায়াঙ্ক যাদবের বলে ফিরে যান পারভেজ হোসেন ইমন। দ্বিতীয় ওভারের চতুর্থ ও পঞ্চম বলে হার্দিক পান্ডিয়াকে দুটি চার মেরেছেন তানজিদ হাসান। তৃতীয় ওভারে হাত খোলার চেষ্টা করেছেন নাজমুল হোসেনও। মায়াঙ্ক যাদবের প্রথম বলে মেরেছেন ছয়, পঞ্চম বলে চার। পরের ওভারেই অবশ্য তানজিদ তামিম কাট শট খেলে ক্যাচ দিলেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে পরাগের হাতে।

রবি বিষ্ণয়কে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে বল ওপরে তুলে দিয়েছেন নাজমুল হোসেন। তবে লিটন দাস ছিলেন আগ্রাসী। একই ওভারে ৫ চারও মেরেছিলেন ইনিংসের শুরুতে। ২৫ বলে খেলা ৪২ রানের ইনিংসটিতে ছিল ৮টি চার। কিন্তু সবকিছু যেদিন বিপক্ষে। লিটন সেদিন বড় কিছু করতে পারলেন না। ৪২ রানেই থামলেন তিনি।

ক্যারিয়ারের শেষ টি–টোয়েন্টিতে মনে রাখার মতো কিছু করতে পারলেন না মাহমুদউল্লাহ। ৯ বল খেলে ১ চারে করে গেলেন ৮ রান। থামল ১৪১ ম্যাচের লম্বা এক ক্যারিয়ার। এরপর রিশাদ হোসেনের ডাক, শেখ মেহেদির ৩ রানের ভিড়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকল তাওহীদ হৃদয়ের ফিফটি। বাংলাদেশ তাতে পরাজয়ের ব্যবধান কমালো খানিকটা। এর আগে টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে ভারত বাংলাদেশকে কাঁদিয়েছিল এক অর্থে। ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন ভারতের প্রায় সব ব্যাটারই। ২০ ওভারে ২৯৭ রান তুলেছে ভারত। সাঞ্জু স্যামসনের ব্যাট থেকে ৪০ বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড। সূর্যকুমারের দুর্দান্ত ফিফটি। ১৮ বলে হার্দিক পান্ডিয়ার ৪৭ রান। বল হাতে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে খরুচে স্পেল তানজিম হাসান সাকিবের। বাংলাদেশের বিপক্ষে ৩য় টি-টোয়েন্টিতে ভারতের রানবন্যার খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ এটি। রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে স্মরণীয় একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ উপহার দিচ্ছে ভারত। স্যামসন-সূর্যকুমার ও হার্দিক পান্ডিয়ারা আজ সবমিলিয়ে মেরেছেন ২২টি ছক্কা ও ২৫টি চার। তাদের হয়ে ফরম্যাটটিতে ভারতের হয়ে দ্রুততম (৪০ বলে) সেঞ্চুরি করেছেন স্যামসন। শেষ পর্যন্ত তিনি ৪৭ বলে ১১১ রান, সূর্যকুমার ৩৫ বলে ৭৫, হার্দিক পান্ডিয়া ৪৭ (১৮ বল) এবং রিয়ান পরাগ ৩৪ রান (১৩ বল) করেছেন। পাওয়ার প্লেতে এক উইকেট হারানো ভারতের রান ছিল ৮২, এরপর ১০ ওভারে ১৫০ এবং ১৪ ওভারে ২০০ রান তোলে তারা। ভারতের এমন তাণ্ডবের দিনে বাংলাদেশের বোলার ও ফিল্ডারদের জন্য ভুলে যাওয়ার মতো দিন। ৫০–এর বেশি রান দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ, তানজিম সাকিব ও মুস্তাফিজুর রহমান। এর মধ্যে তানজিমের দেওয়া ৬৬ রান ফরম্যাটটিতে কোনো বাংলাদেশি বোলারের সবচেয়ে বেশি রান খরচের রেকর্ড। যদিও তিনি বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট শিকার করেছেন।

হার দিয়েই শেষ হলো নারীদের বিশ্বকাপ যাত্রা

আওয়াজবিডি ডেস্ক: নারীদের টি-২০ বিশ্বকাপে দীর্ঘ জয় খরা ছিল মেয়েদের। সংযুক্ত আরব আমিরাতে হওয়া বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে ওই খরা কাটায় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। আসর শেষ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭ উইকেটের বড় হারে। এর আগে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরেছে বাংলাদেশ। চার ম্যাচের তিনটিতে হেরে গ্রুপ পর্বে বিশ্বকাপ শেষ হলো বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের। শনিবার আসরে নিজেদের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শুরুতে ব্যাট করে ৩ উইকেট হারিয়ে ১০৬ রান করেছে বাংলাদেশ। আসরে দলের সেরা দুই ব্যাটার সোবহানা মুস্তারি ও নিগার সুলতানা সেট হলেও দ্রুত রান তুলতে পারেননি। বাংলাদেশ নারী দলের ওপেনার দিলারা আক্তার এদিন নিজের ও দলের শূন্য রানে সাজঘরে ফিরে যান। পরে দলের ৩৬ রানে আউট হওয়া সাথী রানী খেলেন ৩০ বলে ১৯ রানের ইনিংস। তিনে ব্যাটিং করা সোবহানা মুস্তারি ৪৩ বলে চারটি চারের শটে ৩৮ রান করেন। অধিনায়ক নিগার খেলেন ৩৮ বলে হার না মানা ৩২ রানের ইনিংস। জবাবে ১৭.২ ওভারে জয় তুলে নিয়েছে প্রোটিয়ারা মেয়েরা। দলটির হয়ে ওপেনার তাজমিম ব্রিটস ৪১ বলে ৪২ রানের ইনিংস খেলেন। আনিকা বোস ২৫ রান যোগ করেন।

রিয়াদ অধ্যায়ের সমাপ্তি

বাংলাদেশ ক্রিকেটের 'পঞ্চপাণ্ডব'। একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অসংখ্য জয়ের স্বাক্ষী বাংলার ৫ ক্রিকেটার। মাশরাফি বিন মোর্তজা, সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও মুশফিকুর রহিমকে ভক্তরা ভালোবেসে ডাকতেন পঞ্চপাণ্ডব। টি-টোয়েন্টিতে আজ শেষ হচ্ছে পাণ্ডব যুগ। কেননা, আগেই মুশফিক, তামিম এবং মাশরাফি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানিয়েছেন। সাকিব আল হাসানও জুনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপেই শেষ ম্যাচ খেলেছেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। বাকি ছিল কেবল মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। তারও বিদায়লগ্ন এসে গেছে। আজই ভারতের বিপক্ষে হায়দরাবাদে দেশের জার্সিতে শেষবার ২০ ওভারের ম্যাচ খেলতে নামবেন। এর মধ্যদিয়েই টি-টোয়েন্টিতে শেষ হচ্ছে পাণ্ডব অধ্যায়। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির মহাকাব্যে রিয়াদ গতকাল লিখেছেন শেষের কবিতা। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' একটি উপন্যাস হলেও ক্রিকেট সাহিত্যে মাহমুদউল্লাহ এমন একটা কবিতা লিখতেই পারেন। ২২ গজে ব্যাট হাতে অনেক কিছুই তো লিখেছেন রিয়াদ। শুধু এটাই হয়তো বাকি। লাল-সবুজের জার্সিতে শেষবার মাঠে নামছেন রিয়াদ, তাইতো, টাইগার ভক্তরাও এমন একটি কাব্য পড়তে চান বা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সেই কাব্যের সাক্ষী হতে চান। প্রশ্ন হলো, রিয়াদ কি সেটি করতে পারবেন? প্রশ্ন উঠেছে- দীর্ঘ ক্যারিয়ারে দেশের ক্রিকেটের মিডলঅর্ডারের গল্পগুলো যেভাবে লিখেছেন, শেষ অধ্যায়ে এসেও সেভাবে লিখতে পারবেন গল্প? নামটা যেহেতু সাইলেন্ট কিলারের তাই তাকে নিয়ে সেই প্রত্যাশা করতেই পারেন ভক্ত-সমর্থকরা। কেননা, বড় বড় ছক্কায় গ্যালারিতে বল আচরে ফেলার অসংখ্য ইতিহাস রয়েছে তার। রিয়াদের এই ম্যাচে অনুপ্রেরণা হতে পারে ২০২১ সালে হারারে টেস্টে তার বিদায়ী ১৫০ রানের ইনিংসটি। যদিও সেবার ম্যাচ চলাকালীন অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন এই ক্রিকেটার। ৩৮ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার বাংলাদেশের হয়ে খেলেছেন ১৪০ টি-টোয়েন্টি। অর্থাৎ ১৪১-এ থামবে তার ক্যারিয়ার। তিনিই দেশের জার্সিতে এই ফরম্যাটে সর্বোচ্চ সংখ্যক ম্যাচ খেলেছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সাকিব মাঠে নেমেছেন ১২৯ ম্যাচে। ১২৯ ইনিংসে ব্যাট করা রিয়াদের রান ২ হাজার ৪৩৬। ব্যাটিং গড় ২৩ দশমিক ৬৫। স্ট্রাইক রেট ১১৭ দশমিক ৫১। আটটি অর্ধশতক থাকা রিয়াদের ক্যারিয়ার সেরা অপরাজিত ৬৪ রানের ইনিংসটি এসেছিল ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে। এই ফরম্যাটে বল হাতে ৪০টি উইকেটও রয়েছে তার ঝুলিতে। মাহমুদউল্লাহ বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৩ টি-টোয়েন্টিতে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেখানে ১৬ জয়ের বিপরীতে হার ২৬টি। একটিতে ফল আসেনি। ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রিয়াদ। তবে সেবার ভালো করতে পারেনি বাংলাদেশ। স্কটল্যান্ডের দেয়া ১৪১ রানের লক্ষ্যের ম্যাচও হারে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপের পর ব্যর্থ রিয়াদকে টি-টোয়েন্টি দল থেকে ছেঁটে ফেলাও হয়। তবে হাল না ছাড়া রিয়াদ ফিটনেস ধরে রেখে মাঠে ফেরার লড়াই চালিয়ে গেছেন। তার লড়াই ও বিকল্পের অভাবে আবারও দলে জায়গা পান। সবশেষ আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপেও খেলেছেন এই তারকা। যদিও নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি তিনি। ভারত সিরিজের প্রথম ম্যাচেও ব্যর্থ হন মাহমুদউল্লাহ। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন অবসরের। অবসর ঘোষণার সময় মাহমুদউল্লাহ বলেছেন, তার কোনও দুঃখ নেই। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের হয়ে খেলাটা তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে একটি বিশাল বিষয়। ২০০৭ সালে অভিষেকের পর থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত খেলেছেন। তিনি বলেন, আমি যতগুলো টি-টোয়েন্টি খেলেছি, জানি না ভালো খেলেছি কি না। তবে আমি আমার সবটুকু দিয়েছি। ভক্ত সমর্থকের চাওয়া শেষটাও রঙিন হোক রিয়াদের। আর লাল সবুজের জার্সিতে দীর্ঘ সার্ভিসের জন্য ধন্যবাদ মিস্টার সাইলেন্ট কিলার।

YOUR DREAM HOME AWAITS
LET'S FIND IT TOGETHER!
আপনার স্বপ্নময় বাড়ি অপেক্ষা করছে
আসুন এটি একসাথে খুঁজে বের করা যাক!!
RE/MAX
RE/MAX
MEET
MOHD SALAHUDDIN
Licensed Realtor
Contact Information
(917) 400 3110
msalahuddin@remax.net
msalahuddin221@gmail.com
YOUR TRUSTED REMAX TEAM
PARTNER IN BUYING & SELLING PROPERTIES!
WHY CHOOSE US?
Expert Guidance in Buying and Selling
Customized Strategies for Your Unique Needs
Dedicated Support Every Step of the Way
LOOKING TO BUY?
LET MOHD SALAHUDDIN
From remax - team help you find your
Perfect home in your desired location!
READY TO SELL?
TRUST MOHD SALAHUDDIN
from Remax - team to maximize your
property's value and find the right buyer!
Let's Start Achieving Your Real Estate Goals Today!
CONTACT MOHD SALAHUDDIN
from Remax - team for a seamless
BUYING AND SELLING EXPERIENCE!

BENGAL HOME CARE

No Certificate NoTraining required for CDPAP & PACE Program

HM Jamil
Founder & CEO
718-559-7660

Free Advice
★★★★★
- Application for Medicaid
- Medicaid Renewal
- Code Removal
- Treatment Assistance
- Insurance/MLTC Transfer

Direct Deposit

Earn money by providing care for your parents, relatives, neigbours, friends & acquaintances

BENGAL HOME CARE

37-47, 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-433-9016,718-433-9017, 917-459-5137
Fax: 917-745-0712, Email: info@bengalhomecare.com

মিল্টনের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড

দূরে সমুদ্রে অবস্থিত। এই দ্বীপে প্রায় তিন লাখ বাসিন্দা আছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ফ্লোরিডার বেশ কয়েকটি শহরে এই ঘূর্ণিঝড় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। অনেক বাড়িঘরসহ বিভিন্ন অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে। বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে অন্তত ২০ লাখ গ্রাহক। এ ছাড়া, এখন পর্যন্ত অঙ্গরাজ্যটির সেন্ট লুইস কাউন্টিতে দুজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তবে এই ব্যাপারে এখনো বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এদিকে, স্থানীয় সময় আজ বৃহস্পতিবার সকাল নাগাদ ঘূর্ণিঝড়ের গতি কমে এসে দাঁড়ায় ১৫০ কিলোমিটারে। তবে ঘূর্ণিঝড়ের পর ব্যাপক বৃষ্টিপাত হওয়ায় আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রবল বর্ষণ ও বাতাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষিজমি। ফ্লোরিডার টাম্পা উপসাগরের উপকূলীয় শহরগুলোতে আকস্মিক বন্যার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে টাম্পা, সেন্ট পিটার্সবার্গ, ক্লিনওয়াটার শহরে বন্যার সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, গতকাল সেন্ট পিটার্সবার্গে ৪২২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার আগে ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস আশা প্রকাশ করেছিলেন, ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূল খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে সংশ্লিষ্ট আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, ঢেউয়ের উচ্চতা ১৩ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। গভর্নর আরও আশা প্রকাশ করেন, ঘূর্ণিঝড়ে টাম্পা উপসাগরের উপকূলের অবকাঠামো ও জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। গভর্নর ডিস্যান্টিস জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় মিলটনের কারণে এরই মধ্যে ১৯টি আলাদা টর্নেডোর জন্ম হয়েছে, যার ফলে অঙ্গরাজ্যটির বিভিন্ন স্থানে ১২৫টি বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে অধিকাংশ বাড়িই ছিল অস্থায়ী। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার এরই মধ্যে এই ঘূর্ণিঝড়কে ‘অত্যন্ত বিপজ্জনক’ বলে আখ্যা দিয়েছে। এ ছাড়া, কয়েক ডজন টর্নেডো ও ঝড়ের জলোচ্ছ্বাসের বিষয়ে সতর্কতা জারি করায় লক্ষাধিক মানুষ গতকাল অঙ্গরাজ্যটি ছেড়ে গেছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, ফ্লোরিডার পশ্চিম-মধ্যাঞ্চলের জন্য সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হারিকেনের রেকর্ড গড়তে পারে মিলটন। এ ধরনের ঝড়ের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের অংশ হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস। মূলত ঝড়ের শক্তিশালী বাতাসের কারণে পানির স্তর বাড়ে। হারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, যেসব এলাকা ঝড়ের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি, সেখানে জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা ৩ থেকে ৪ দশমিক ৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এ অবস্থায় হ্যারিকেন মিলটন আছড়ে পড়ার আগেই ফ্লোরিডা উপদ্বীপের প্রায় পুরো পশ্চিম উপকূলে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সতর্কতা জারি করা হয়।

জমে উঠেছে কথার লড়াই

মিল্টনকে বলা হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্ট সবচেয়ে শক্তিশালী হারিকেনের মধ্যে পঞ্চম। সপ্তাহ দুয়েক আগে ‘হেলেন’ নামের আরেকটি হারিকেন ফ্লোরিডায় আঘাত হেনেছিল। ফলে অঙ্গরাজ্যটির বাসিন্দাদের জন্য মিল্টন বাড়তি বিপর্যয় ডেকে এনেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মিল্টনের কারণে বিমাকারীদের ১০ হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। হারিকেন মিল্টনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সরকার। তবে এর সমালোচনা করে স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যা করা উচিত ছিল, তা তারা করেনি, বিশেষ করে নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে। হারিকেন হেলেনের আঘাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নির্বাচনে ‘দোদুল্যমান’ হিসেবে পরিচিত এ অঙ্গরাজ্য। তবে হারিকেন–পরবর্তী সরকারি সহায়তা নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন কমলা হ্যারিস। বৃহস্পতিবার লাস ভেগাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের নাম উল্লেখ না কর তিনি বলেন, ‘এটা দুঃখজনক যে হারিকেন হেলেন থেকে শুরু করে মিল্টন—দুই সপ্তাহে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেক মানুষ রাজনৈতিক খেলা খেলছেন।’

আগামী ৫ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ট্রাম্প ও কমলার জনপ্রিয়তা নিয়ে একটি জরিপ করেছে রয়টার্স/ইপসস। এতে কমলার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ৪৬ শতাংশ ভোটার। ট্রাম্পকে সমর্থন জানিয়েছেন জরিপে অংশ নেওয়া ৪৩ শতাংশ মানুষ। এর আগে গত ২০–২৩ সেপ্টেম্বর আরেকটি জরিপ চালিয়েছিল রয়টার্স/ইপসস। তাতেও ট্রাম্পের চেয়ে ৬ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন কমলা। চার দিন ধরে করা সর্বশেষ এই জরিপ গত সোমবার শেষ হয়। এতে অর্থনীতিকে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে শনাক্ত করেছেন অংশগ্রহণকারীরা। প্রায় ৪৪ শতাংশ বলেছেন, জীবনযাপনের খরচসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে ট্রাম্প আরও ভালো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অন্যদিকে অর্থনীতি ইস্যুতে কমলাকে সমর্থন জানিয়েছেন ৩৮ শতাংশ মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন সমস্যা নিয়েও জরিপে আলোকপাত করা হয়েছে। ‘অবৈধ অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের জননিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক’ এমনটা মনে করেন জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৫৩ শতাংশ মানুষ। অন্যদিকে এ ধারণার বিপক্ষে ৪১ শতাংশ। অথচ গত মে মাসে করা জরিপে অভিবাসনের ক্ষেত্রে বেশির ভাগই (৪৬ শতাংশ বনাম ৪৫ শতাংশ) বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

কমলার পক্ষে ওবামা

অন্যদিকে, ট্রাম্পকে জেতাতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন টেসলার সিইও এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ইলন মাস্ক। এ অবস্থায় আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ভোটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলছে। তবে নানা জনমত জরিপে এখন পর্যন্ত কমলা হ্যারিস এগিয়ে আছেন। শুক্রবার সিএনএন জানায়, ১৬ বছর আগে বারাক ওবামা ওহাইওতে বাসে ভ্রমণ করে অনেকটা তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সময় তিনি জয়ী হন। তখন ওহাইও ভাগ্যনির্ধারণী রাজ্য হলেও এবার সবার চোখ পেনসিলভানিয়ায়। এ কারণে তিনি নিজ দলের প্রার্থী কমলার পক্ষে সেখানে গণসংযোগে নেমেছেন। বরফ-স্নিগ্ধ চুলের ওবামা চষে বেড়াচ্ছেন দোদুল্যমান পেনসিলভানিয়ায়। ২০০৮ সালে দুর্দান্ত কিছু করা ওবামা এবারও দলের গুরুত্বপূর্ণ মুখ। প্রচারণায় নেমে তিনি রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের জোর সমালোচনা করেছেন। পেনসিলভানিয়ায় এক সমাবেশে তিনি বলেন, ‘আমাদের আরও চার বছর অহংকার, ধাক্কাধাক্কি ও বিভক্তির দরকার নেই। যুক্তরাষ্ট্র পৃষ্ঠা উল্টাতে প্রস্তুত।’ তিনি বলেন, ‘আমরা একটি নতুন গল্পের জন্য প্রস্তুত, যা আমাদের একে অপরের বিরুদ্ধে না গিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে সাহায্য করেছে। পেনসিলভানিয়া, আমরা প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের জন্য প্রস্তুত।’ স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার পেনসিলভানিয়ার ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গে ওবামা রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পকে বিদ্বেষপরায়ণ, হাস্যকর ও অদক্ষ হুমকি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। যারা কমলাকে ভোট দিতে অর্থনৈতিক ঝুঁকির কথা বলছেন, তাদের সন্তুষ্ট করারও চেষ্টা করেন তিনি। ওবামা বলেন, নানা কারণে অনেকে হতাশ হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প যে সব ঠিক করে ফেলবেন, এমনটা সবাই কেন ভাবছেন, বুঝতে পারি না। অন্যদিকে, ট্রাম্পের পক্ষে প্রচারণায় নেমেছেন ইলন মাস্ক। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে, মার্কিন নির্বাচনের শেষ সপ্তাহগুলোতে বিশ্বের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি মাস্ক এমনভাবে ট্রাম্পের পক্ষে প্রচারণায় নেমেছেন, যা বর্তমান সময়ে বিরল। মাঝেমধ্যেই মাস্ককে জনসভায় ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। বাটলারে এক সমাবেশে তাঁকে মঞ্চে আনন্দে লাফাতেও দেখা যায়। সর্বশেষ মাস্ককে পেনসিলভানিয়ায় জোর প্রচার চালাতে দেখা যায়। সম্প্রতি তিনি বলেন, ওই অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্পের জয়ের বিষয়ে তিনি প্রায় নিশ্চিত। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি ট্রাম্পের হয়ে জোর প্রচার চালান। সেখানে তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র তথ্যও তুলে ধরেন। পাশাপাশি প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে আক্রমণ করে কথা বলছেন। ট্রাম্পের জন্য তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা রাখছেন মাস্ক; দিয়েছেন কোটি ডলারের অনুদান। দ্য গার্ডিয়ান অনলাইন জানায়, নেভাডা ও অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে নির্বাচনী সমাবেশ করেন কমলা। লাস ভেগাসের টাউন হলে স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেশন ইউনিভিশনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন তিনি। পরে তিনি অ্যারিজোনার ফিনিক্সে নির্বাচনী সভায় যোগ দেন। সেখানে নারীদের গর্ভপাতের অধিকারের পক্ষে তিনি কথা বলেন।

একই দিনে ডেট্রয়েট ও মিশিগান অঙ্গরাজ্যে প্রচারণায় অংশ নেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ওপর জোর দিয়ে প্রচার চালান। তিনি দাবি করেন, মার্কিন অর্থনীতি জো বাইডেনের মেয়াদে খারাপের দিকে যাচ্ছে। ডেট্রয়েটে তিনি বলেন, ‘আমরাও এখন উন্নয়নশীল দেশ। দেখুন ডেট্রয়েটের কী অবস্থা! এটা এখন চীনের যে কোনো স্থানের চেয়ে বেশি উন্নয়নশীল। আমাদের পুরো দেশের অবস্থাটাও এ রকম হয়ে যাবে যদি তিনি (কমলা) প্রেসিডেন্ট হন। এখন বাকিটুকু আপনাদের হাতে।’

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে

বনেদি কলেজ, স্মিথ কলেজ, ব্রায়ান মওর কলেজ, র‍্যাডক্লিফ কলেজ, ভাসার কলেজ, ওয়েলেসি কলেজ ও মাউন্ট হলীওক কলেজকে একত্রে বলা হয় ‘সেভেন সিস্টার্স’। নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষার পথ খুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এসব কলেজ। আজকের লেখায় ‘সেভেন সিস্টার্স’ বলতে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সাতটি ‘সুইং স্টেট’ নিয়েই আলোচনা হবে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত অভিযোজিত হয়েছে। নাগরিক প্রত্যাশা আর সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে এ অভিযোজনে নেতৃত্ব দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। শুরুতে ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যরা ভোট দিতেন দুটি করে। প্রথম দুবারই সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জর্জ ওয়াশিংটন প্রেসিডেন্ট আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জন এডামস ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। সেই জায়গা থেকে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যসংখ্যা ৫০। আর ইলেকটোরাল কলেজের ভোট ৫৩৮টি। ইলেকটোরাল কলেজের ভোট প্রতিটি রাজ্যের জন্য নির্ধারিত। সর্বোচ্চ ৫৫টি ইলেকটোরাল কলেজের ভোট আছে ক্যালিফোর্নিয়ার। সর্বনিম্ন ৩টি করে ভোট আছে আলাস্কা, ওয়াশিংটন ডিসি, মন্টানা, নর্থ ডাকোটা, সাউথ ডাকোডা, ভারমন্ট আর ওয়াইমিংয়ের মতো রাজ্যগুলোয়। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যাবে। কিছু রাজ্য প্রথাগতভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। তাঁরা পরিচিত ‘রেড স্টেট’ নামে। টেক্সাস, ফ্লোরিডা, ওহাইও, জর্জিয়া, ইন্ডিয়ানা, আলবামার মতো রাজ্যগুলো রেড স্টেট হিসেবে পরিচিত। এসব রাজ্য সাধারণত শ্বেতাঙ্গ–অধ্যুষিত। বিপরীতে কিছু রাজ্য আছে, যেগুলো প্রথাগতভাবেই ডেমোক্রেটিক পার্টির দিকে ঝুঁকে থাকে। এগুলো পরিচিত ‘ব্লু স্টেট’ নামে। ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, নিউ জার্সি, নিউ মেক্সিকো, ম্যাসাচুসেটসের মতো ডেমোক্রেটিক পার্টির ঘাঁটিগুলো ‘ব্লু স্টেট’। তুলনামূলকভাবে এসব জায়গায় অভিবাসীদের আনুপাতিক হার বেশি। এর বাইরে কিছু রাজ্যে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রায় সমসংখ্যক সমর্থক রয়েছেন। দুই দলের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এসব রাজ্যে। নির্বাচনে এসব রাজ্যই নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। এসব রাজ্যের ফলাফলই নির্ধারণ করে হোয়াইট হাউসের পরবর্তী চার বছরের বাসিন্দা কে হবেন। এসব রাজ্য পরিচিত সুইং স্টেট নামে। এবারের নির্বাচনে সুইং স্টেট সাতটি, যেগুলোর ফলাফলই নির্ধারণ করবে দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর ভাগ্য।

জর্জিয়া

সর্বশেষ ১২ নির্বাচনের মধ্যে ৮ বারই জর্জিয়ার বিজয়ীরা হোয়াইট হাউসের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছেন। আবার ১৯৯২ সালে বিল ক্লিনটনের পরের ছয় নির্বাচনেই জর্জিয়াতে জিতেছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী তিন দশক পরে ২০২০ সালে এসে এই রাজ্যে প্রথম ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে জেতেন জো বাইডেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারিয়েছিলেন মাত্র ১১ হাজার ৭৭৯ ভোটের ব্যবধানে। এই ব্যবধান মোট ভোটের শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ। ২০২৪ সালের প্রথম প্রেসিডেনশিয়াল ডিবেটে বা বিতর্কে খারাপ করে সরে দাঁড়াতে হয় জো বাইডেনকে। সেই বিতর্কও হয়েছে জর্জিয়ার আটলান্টায়। জর্জিয়াতে জনবৈচিত্র্য বাড়ছে। নারী আর তরুণদের মধ্যে ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থনও বাড়ছে। একইভাবে আফ্রিকান-আমেরিকানদের ভোট দিতে আসার প্রবণতাও বাড়ছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীকে আশা দেখাচ্ছে এখানকার জনমিতি। জর্জিয়ার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই আফ্রিকান-আমেরিকান। রয়েছে ৫ শতাংশের মতো এশীয়ও। ফলে গত সাত নির্বাচনের মধ্যে ছয়টি এটি রিপাবলিকান পার্টি জিতলেও এবারের নির্বাচনে এটি সুইং স্টেট। জিততে পারেন যেকোনো প্রার্থী। বর্তমানে জর্জিয়াতে এমারসন/পোলারার জরিপে ১ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প। মারিস্টের জরিপ আর নিউইয়র্ক টাইমস/সারিনা কলেজের জরিপে এগিয়ে আছেন ৪ শতাংশ ব্যবধানে। সিএনএন/এসএসআরএসের জরিপে কমলা হ্যারিস ১ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন।

মিশিগান

২০২০ সালের নির্বাচনে যে তিনটি সুইং স্টেট মিলে ‘ব্লু ওয়াল’ গড়ে তুলেছিল, পেনসিলভানিয়া আর উইসকনসিনের সঙ্গে সেটার অংশ ছিল মিশিগান। ২০১৬ সালের নির্বাচনে এই রাজ্যগুলোয় হিলারি ক্লিনটন পরাজিত হলেও জো বাইডেন এসব রাজ্য থেকে বিজয় অর্জনের সক্ষম হন। সর্বশেষ দুই নির্বাচনেই মিশিগান ভিন্ন দুই দলের বিজয়ীর পক্ষ নিয়েছে। দুই দলের প্রার্থীরাই নির্বাচনী প্রচারণায় এবারও বারবার মিশিগানে যাচ্ছেন। ১৯৯২ সাল থেকে সাতটি নির্বাচনের মধ্যে ছয়বারই ডেমোক্রেটিক পার্টি জিতলেও ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের চিন্তার কারণ হচ্ছেন এখানকার আরব-আমেরিকান ভোটাররা। গাজায় চলমান ইসরায়েলি হামলা নিয়ে ক্ষুব্ধ এই তরুণ ভোটারদের মধ্যে গাজার প্রতি সহমর্মিতা বাড়ছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেভাবে নিজেকে ‘প্রো-জায়োনিস্ট’ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং ইসরায়েলকে সমর্থন জুগিয়েছেন, সেটি এখানকার ভোটারদের অনেকেরই পছন্দ হয়নি। বিদ্যমান পরিস্থিতিকে নিজের পক্ষে নিতে তৎপর দুই দলই। ১৫টি ইলেকটোরাল কলেজের ভোট যে রয়েছে এখানে। মিশিগানে এমারসন/পোলারার জরিপে সমতায় আছেন দুই প্রার্থী। মারিস্টের জরিপে ৫ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন হ্যারিস, কুইনিপিকের জরিপে এগিয়ে আছেন একই ব্যবধানে।

অ্যারিজোনা

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে দলীয় বিভাজনের প্রধান ইস্যু হচ্ছে অভিবাসন। যে অবৈধ অভিবাসন নিয়ে ট্রাম্প সব সময় উচ্চকণ্ঠ, সেই যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে রয়েছে অ্যারিজোনা। ১১টি ইলেকটোরাল ভোট থাকা এই রাজ্য প্রথাগতভাবে রিপাবলিক পার্টির ঘাঁটি হলেও পরিবর্তিত জনমিতি ডেমোক্রেটিক পার্টির সামনে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। এই রাজ্যের ৫ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ আফ্রিকান-আমেরিকান, সমসংখ্যক মানুষ আবার রেড ইন্ডিয়ান। হিস্পানিক মানুষ আছে ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ। অ্যারিজোনাতেও এমারসন/পোলারার জরিপে সমতায় আছেন দুই প্রার্থী। মারিস্টের পোলে ১ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প, নিউইয়র্ক টাইমস/সারিনা কলেজের জরিপে এগিয়ে আছেন ৫ শতাংশের ব্যবধানে। সিএনএন/এসএসআরএসের জরিপেও ট্রাম্প এগিয়ে আছেন ৫ শতাংশ ব্যবধানে। কেবল এমারসনের জরিপ গত সপ্তাহে হ্যারিসকে এগিয়ে রেখেছিল ১ শতাংশের ব্যবধানে।

উইসকনসিন

উইসকনসিনে গত ছয় নির্বাচনের পাঁচটিতে জিতেছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীরা। তবে যে একটিতে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন, সেই রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রাজ্যের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ শ্বেতাঙ্গ। সাম্প্রতিক সময়ে ডেমোক্রেটিক পার্টি ভালো করলেও প্রতিবারই জিতেছে খুবই সামান্য ব্যবধানে। ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল বারাক ওবামা-দুবারই তিনি জিতেছেন বেশ বড় ব্যবধানে। উইসকনসিনের ১০টি ইলেকটোরাল কলেজের ভোটকে টার্গেট করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবারের রিপাবলিকান পার্টির ন্যাশনাল কনভেনশন হয়েছে এই রাজ্যে, ট্রাম্প দলীয় নমিনেশনও নিয়েছেন এখান থেকেই। মারিস্ট ও কুইনিপিকের জরিপে ১ শতাংশ ব্যবধানে উইসকনসিনে এগিয়ে আছেন হ্যারিস। একই ব্যবধানে ট্রাম্প এগিয়ে আছেন এমারসনের জরিপে। এমারসন/পোলারার জরিপে সমতায় আছেন দুই প্রার্থী। ফেব্রুয়ারিতে যোগ দিয়েছিলেন ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানেও। ভোটারদের ভয় দেখিয়েছেন অস্ত্ররক্ষার অধিকার আর রাজ্যের নামের প্রশ্নে। ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস ও ইউগভের পোলে এগিয়ে আছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস। ভোট দেবেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ সমর্থন করছেন কমলাকে। ৪৬ শতাংশের সমর্থন পাচ্ছেন ট্রাম্প। কুইনিপিক ইউনিভার্সিটির জরিপে অবশ্য ৬ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন হ্যারিস।

পেনসিলভানিয়া

রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এখন পর্যন্ত দুবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে, যার প্রথমটি হয় পেনসিলভানিয়াতে। ট্রাম্পের কানে লাগে আততায়ীর গুলি। এ ঘটনা পরিণত হয় অন্যতম নির্বাচনী ইস্যুতে। ১৯টি ইলেকটোরাল কলেজের এই রাজ্য আশির দশকে নিয়মিত জিতিয়েছে রিপাবলিকানদের। পরের দুই যুগ জিতিয়েছে ডেমোক্র্যাটদের। সর্বশেষ দুই নির্বাচনে নিয়েছে বিজয়ীর পক্ষ। এবারও বিজয়ী নির্ধারণে রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সরে দাঁড়ানোর আগে বেশ কয়েকবার জো বাইডেন সফর করেছেন এই রাজ্য। রানিংমেটকে নিয়ে বারবার আসছেন কমলা হ্যারিসও। পিছিয়ে নেই ডোনাল্ড ট্রাম্পও। বছরের শুরু থেকেই বারবার এসেছেন পেনসিলভানিয়াতে। ফেব্রুয়ারিতে যোগ দিয়েছিলেন ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানেও। ভোটারদের ভয় দেখিয়েছেন অস্ত্ররক্ষার অধিকার আর রাজ্যের নামের প্রশ্নে। ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস ও ইউগভের পোলে এগিয়ে আছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস। ভোট দেবেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ সমর্থন করছেন কমলাকে। ৪৬ শতাংশের সমর্থন পাচ্ছেন ট্রাম্প। কুইনিপিক ইউনিভার্সিটির জরিপে অবশ্য ৬ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন হ্যারিস। নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের জরিপে এগিয়ে আছেন ৪ পয়েন্টে। এমারসন কলেজের জরিপে এক পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প।

নেভাডা

ছয়টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের রাজ্য নেভাডার গভর্নর একজন রিপাবলিকান। দুই সিনেটর আবার ডেমোক্রেটিক পার্টির। গত ১২ নির্বাচনে সমান ৬ বার করে জিতেছে দুই দলের প্রার্থীরা। ১০ বারই এখানকার নির্বাচিত প্রার্থীরা হোয়াইট হাউসে বসবাসের সুযোগ পেয়েছেন। সর্বশেষ নির্বাচনে ট্রাম্পকে মাত্র ৩৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছিলেন বাইডেন। ভোটারদের মধ্যে দুই দলের সমর্থক প্রায় সমান। কিন্তু তার চেয়ে বেশি ভোটার নিজেদের কোনো দলের সঙ্গে সংযুক্ত করেননি। মোট ভোটারের মধ্যে ৪০ শতাংশের দলীয় পরিচয় নেই। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন গর্ভপাত, অর্থনীতি আর গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে। নেভাডায় এমারসন/পোলারার জরিপে সমতায় আছেন দুই প্রার্থী। একই ফলাফল এমারসনের জরিপেও। কমলাকে ১ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে রেখেছে সিএনএন/এসএসআরএন।

নর্থ ক্যারোলাইনা

এই শতাব্দীতে নর্থ ক্যারোলাইনায় একমাত্র ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ২০০৮ সালে জিতেছিলেন বারাক ওবামা। এ ছাড়া প্রতিবারই জিতেছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীরা। সর্বশেষ নির্বাচনের জিতেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে সেটি মাত্র ৭৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে। গত কয়েক নির্বাচনেই রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীর সঙ্গে ব্যবধান কমছে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীর। একই সঙ্গে ২২ শতাংশ আফ্রিকান আমেরিকানের পাশাপাশি ১০ শতাংশের বেশি রয়েছে হিস্পানিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত নন, এমন ভোটার মোট ভোটারের ৩৬ শতাংশ। মোট ভোটারের ৫১ শতাংশ নারী। রাজ্যে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা বারবার পরাজিত হলেও এসব সমীকরণই আশা দেখাচ্ছে ডেমোক্র্যাটদের; নর্থ ক্যারোলাইনাকে করেছে সুইং স্টেট। রাজ্যের রিপাবলিকানদের কাছে অভিবাসনই মুখ্য ইস্যু আর ডেমোক্র্যাটদের কাছে মুখ্য ইস্যু গণতন্ত্র রক্ষা করা। দুই প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস আছে নর্থ ক্যারোলাইনায়। এমারসন/পোলারার জরিপ আর মারিস্টের জরিপে সমতায় রয়েছেন দুই প্রার্থী। নিউইয়র্ক টাইমস/সারিনা কলেজের জরিপে ২ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন কমলা; এমারসনের জরিপে এগিয়ে আছেন ১ শতাংশ ব্যবধানে।

মেক্সিকোতে সংঘর্ষে

আমাদের সাহায্য করবে।’ সম্প্রতি সিনালোয়া কার্টেলের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং কুখ্যাত মাদক সম্রাট ইসমাইল ‘এল মায়ো’জাম্বাদা গ্রেপ্তার হন। জাম্বাদা গত ২৫ জুলাই আমেরিকার টেক্সাসের এল পাসো থেকে গ্রেফতার হন। এর পর থেকে এ সংঘর্ষ বাধে, যা এখনো চলমান। ৭০ বছর বয়সী জাম্বাদাকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এল পাসো, টেক্সাসে হেফাজতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্য চ্যাপিটোস নামক কার্টেলের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি এল চ্যাপোর ছেলে এবং উত্তরাধিকারীরা দখল শুরু করে এবং আগুন জ্বালায়।

ইতিহাস গড়তে কমালা

তাতে কে হবেন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট! ডেমোক্রেট প্রার্থী কমালা হ্যারিস কী প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে ‘গ্লাস সিলিং’ ভেঙে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারবেন! নাকি রিপাবলিকান ডনাল্ড ট্রাম্পের গলায় উঠবে জয়ের মালা! এ নিয়ে এখন সারাবিশ্বে বিশ্লেষণ। সবাই তাকিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি, প্রেসিডেন্ট কে হচ্ছেন- তার ওপর নির্ভর করে বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি। এ জন্যই বিশ্বমোড়ল বলে খ্যাতি আছে যুক্তরাষ্ট্রের। সেখানে এবার ডেমোক্রেট প্রার্থী কমালা হ্যারিস ও রিপাবলিকান ডনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে টক্কর হচ্ছে। বাঘা বাঘা দলীয় নেতারা নেমে পড়েছেন প্রচারণায়। বসে নেই সাবেক প্রেসিডেন্ট ডেমোক্রেট বারাক ওবামাও। তিনি দেশটির কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, কমালা হ্যারিসের পাশে থাকার জন্য। তার আহ্বান যে গুরুত্ব বহন করে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, তিনি নিজেও একজন কৃষ্ণাঙ্গ বংশোদ্ভূত। তার আহ্বান এক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায় ফেলে দেবে না, এমনটা আশা করাই যায়। সুইং স্টেট পেনসিলভ্যানিয়াতে কমালা হ্যারিসের প্রচারণা অফিসে আকস্মিক অঘোষিতভাবে উপস্থিত হন বারাক ওবামা। সব কারণ এবং অজুহাত সামনে এনে একজন নারী প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে সমর্থন না করার জন্য তিনি পুরুষ ভোটারদের সমালোচনা করেন। পরে তিনি ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের দুই ঘণ্টার বক্তব্য, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং শব্দের বুলির সমালোচনা করেন। বৃহস্পতিবার ব্যাটলগ্রাউন্ড বলে পরিচিত মিশিগান রাজ্যে বক্তব্য দেয়ার সময় ট্রাম্প সতর্ক করে বলেন, যদি কমালা হ্যারিস নির্বাচিত না তাহলে পুরো দেশ জগাখিচুড়ি হয়ে যাবে। এ যাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। অল্প ভোটের ব্যবধানে বা অল্প ইলেকটোরাল ভোটের ব্যবধানে জয়-পরাজয় নিশ্চিত হবে বলে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। এম অবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করছেন কমালা হ্যারিস। কিন্তু ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর দ্য এডভান্সমেন্ট অব কালারড পিপল সেপ্টেম্বরে যে জরিপ করেছে তাতে ইঙ্গিত মিলেছে যে, ৫০ বছরের নিচে এমন প্রতি চারজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের মধ্যে একজন মাত্র নভেম্বরের নির্বাচনে ট্রাম্পকে সমর্থন করবেন। এ জন্যই কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ভোটারদের তিরস্কারের সুরে কথা বলেছেন ওবামা। তিনি কমালা হ্যারিস সম্পর্কে বলেন, তিনি আপনাদের মতোই বেড়ে উঠেছেন, আপনাদেরকে জানেন, আপনাদের সঙ্গেই কলেজে গিয়েছেন, লড়াইকে বুঝতে শিখেছেন, নানা হাসি-বেদনার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। অন্যদিকে ট্রাম্প অবজ্ঞা করে এসেছেন। তিনি সম্প্রদায়কেই শুধু অবজ্ঞা করেননি। একই সঙ্গে আপনার মতো ব্যক্তিকেও অবজ্ঞা করেছেন।

শান্তিরক্ষী বাহিনীর ওপর

সদস্যসহ অনেক বেসামরিক নাগরিকের প্রাণহানি ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার তেল আবিবের হামলার শিকার হয়েছে লেবাননে নিযুক্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী। দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনী ইউনিফিলের অন্তত তিনটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, লেবাননের সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য দেশটিতে ইউনিফিল ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। অবৈধ অস্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি মুক্ত রাখতে তারা দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। লেবাননে স্থল অভিযান শুরুর আগে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীকে তাদের অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ইসরায়েল। তবে ইউনিফিল তা নাকচ করে দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার দক্ষিণাঞ্চলীয় নাকোরায় অবস্থিত বাহিনীটির সদর দপ্তর ও অন্য দুটি ঘাঁটিতে গুলি ও ট্যাংক শেল ছোড়ে ইসরায়েলের সেনারা। হামলায় শান্তিরক্ষী বাহিনীর দুই সদস্য আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউনিফিল। তবে এ হামলার ঘটনা চিন্তার ভাঁজ বাড়িয়েছে জাতিসংঘের। শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের ওপর হামলাকে লেবাননে ইসরায়েলের আগ্রাসনের নতুন আরেকটি কৌশল হিসেবে অভিহিত করেছেন নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্টরা। বিশ্লেষকরা জানান, ইউনিফিল সদস্যরা তাদের বিশেষায়িত সাদা রঙের সামরিক যানে চলাচল করে। মাথায় নীল রঙের ক্যাপ থাকে। লেবাননে তাদের চিহ্নিত করা অত্যন্ত সহজ। ফলে ইসরায়েলের সেনাদের ভুল করে হামলার সম্ভাবনা কম। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ওপর এ হামলা পরিকল্পিত বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা। এদিকে, ইরানের সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে ফোনালাপ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। গত বুধবার ফোনে প্রায় ৩০ মিনিট কথা বলেন দুই দেশের শীর্ষ নেতারা। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জিন-পিয়েরে বলেন, দুই নেতার মধ্য ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তবে দুই নেতার মধ্যে কিছু বিষয়ে মতবিরোধ ছিল বলেও জানান তিনি। সেগুলো নিয়ে ভবিষ্যৎ এ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন কারিন জিন-পিয়েরে। পরে আরেকটি বিবৃতিতে হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, বাইডেন আবারও ইসরায়েলে ইরানের হামলার নিন্দা করেছেন। তবে গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য নতুন করে কূটনৈতিক আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার নিশ্চিতে তেল আবিবের প্রতি সমর্থন জারি রাখার কথাও বলেন জো বাইডেন। তবে আলাপকালে বাইডেন নেতানিয়াহুকে লেবাননে বেসামরিক ক্ষতি কমানোর অনুরোধ করেন বলে জানায় হোয়াইট হাউজ। এদিকে, গাজার দেইর এল-বালাহ এলাকার একটি স্কুলে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৩০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার কোনো সতর্কতা ছাড়াই শরণার্থীশিবির হিসেবে ব্যবহৃত স্কুলটিতে হামলা চালানো হয়। এ ছাড়া দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় হিজবুল্লাহর দুই কমান্ডার নিহত হয়েছে। গতকাল ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানায়, লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় তাদের বিমান হামলায় অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচজন স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। নিহত দুই হিজবুল্লাহর কমান্ডার হলেন আহমেদ মুস্তাফা আলহাজ আলি ও মুহাম্মদ আলি হামদান। উত্তর ইসরায়েলে হাজারো রকেট ও ট্যাংক ধ্বংসকারী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জন্য তারা দায়ী বলে উল্লেখ করে সেনাবাহিনী। সেই সঙ্গে ইসরায়েল-অধিকৃত গোলান মালভূমিতে এক হিজবুল্লাহ সদস্যকে হত্যার কথা বলেছে দেশটির সামরিক বাহিনী। নিহত ওই ব্যক্তি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য গোয়েন্দা তথ্য প্রচার করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে ক্রমেই ক্ষোভ বাড়ছে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর ভেতরে। তুর্কি সংবাদমাধ্যম ডেইলি সাবাহ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তির চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে একযোগে পদত্যাগ করার হুমকি দিয়েছে ইসরায়েলের ১৩০ জন সেনার একটি দল।

মিল্টনের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড ফ্লোরিডা

উত্তর আমেরিকা অফিস: যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলীয় অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডায় আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় মিলটন। স্থানীয় সময় বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলেও তা শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে তার আগে ফ্লোরিডার উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঘূর্ণিঝড় মিলটন ফ্লোরিডার উপকূলে আঘাত হানে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, এ সময় বাতাসের গতি ছিল ঘণ্টায় ১৯৫ কিলোমিটার। সিয়েস্তা কি নামক একটি দ্বীপে এই গতি রেকর্ড করা হয়েছে। সিয়েস্তা কি দ্বীপটি ফ্লোরিডার টাম্পা বে উপকূল থেকে ১০০ (বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪

জমে উঠেছে কমালা-ট্রাম্পের কথার লড়াই

উত্তর আমেরিকা অফিস: হারিকেন 'মিল্টন' আঘাত হেনেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে। প্রবল এ ঝড়ে এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। দেশটির আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে হারিকেন নিয়ে চলছে রাজনীতি। ঝড়ের পর সরকারি সহায়তার সমালোচনা করেছেন নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের দাবি, ট্রাম্প মিথ্যা (বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

কমলার পক্ষে ওবামা সোচ্চার, ট্রাম্পের জন্য মরিয়া মাস্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি। এ অবস্থায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে চলছে জোর প্রচারণা। কমলার পক্ষে নির্বাচনের মাঠে নেমেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি মঞ্চে উঠে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর জন্য ভোট (বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে 'সেভেন সিস্টার্স'

ডেস্ক নিউজ: 'সেভেন সিস্টার্স' শব্দযুগলের উপস্থিতি পাওয়া যায় গ্রিক মিথলজিতে, ব্যবহৃত হয় টাইটান আটলাস আর ওশেনিড প্লিওনের সাত মেয়েকে বোঝাতে। 'সেভেন সিস্টার্স' শব্দযুগলের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় মূলত ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলোকে কেন্দ্র করে। এসব রাষ্ট্রের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও জনমিতি বিবেচনায় প্রথম 'সেভেন সিস্টার্স' শব্দযুগল ব্যবহার করেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেভেন সিস্টার্স হিসেবে বোঝানো হয় সাতটি কলেজকে। (বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

মেক্সিকোতে সংঘর্ষে নিহত ১৯২

উত্তর আমেরিকা অফিস: মেক্সিকোর সিনালোয়া রাজ্যে গত মাস থেকে মাদক গ্যাংয়ের মধ্যে সংঘর্ষে এ পর্যন্ত ১৯২ জন নিহত হয়েছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে মাদক গ্যাংয়ের মধ্যে সহিংসতায় প্রায় ১৯২টি হত্যাকাণ্ড এবং ২২৬টি নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। স্টেট পাবলিক সিকিউরিটি কাউন্সিল হতাহতের এই সংখ্যা নিশ্চিত করেছে। ডনের এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানা যায়। ১৮০টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত দুই হাজার মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। সিনালোয়ার গভর্নর বলেছেন, সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজ্যে গত সপ্তাহে ৫৯০ জন ন্যাশনাল গার্ড সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'ন্যাশনাল গার্ড, এয়ার ফোর্স, নেভি এবং স্টেট পুলিশ একসঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করছে, যারা আমাদের সহিংসতা থামাতে সাহায্য করছে। তবে দুর্ভাগ্যবশত আমরা এখনো বলতে পারছি না যে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আমরা আশা করছি তারা (বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

লেবাননে ইসরায়েলের হামলা

শান্তিরক্ষী বাহিনীর ওপর গুলি

আওয়াজবিডি ডেস্ক: লেবাননে হিজবুল্লাহর ঘাঁটি লক্ষ্য করে কয়েক সপ্তাহ ধরে টানা বিমান হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। তাতে হিজবুল্লাহ সদস্যসহ অনেক বেসামরিক নাগরিকের প্রাণহানি ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার তেল আবিবের হামলার শিকার হয়েছে লেবাননে নিযুক্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী। দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তীকালীন বাহিনী ইউনিফিলের অন্তত তিনটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, লেবাননের সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য দেশটিতে ইউনিফিল ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। অবৈধ অস্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি মুক্ত রাখতে তারা দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। লেবাননে স্থল অভিযান শুরুর আগে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীকে তাদের অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ইসরায়েল। তবে ইউনিফিল তা নাকচ করে দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার দক্ষিণাঞ্চলীয় নাকোরায় অবস্থিত বাহিনীটির সদর দপ্তর ও অন্য দুটি ঘাঁটিতে গুলি ও ট্যাংক শেল ছোড়ে ইসরায়েলের সেনারা। হামলায় শান্তিরক্ষী বাহিনীর দুই সদস্য আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউনিফিল। তবে এ হামলার ঘটনা চিন্তার ভাঁজ বাড়িয়েছে জাতিসংঘের। শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের ওপর হামলাকে লেবাননে (বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

ইতিহাস গড়তে পারবেন কমালা!

উত্তর আমেরিকা অফিস: যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। এক মাসেরও কম সময় হাতে আছে প্রচারণার। তারপরই ৫ই নভেম্বর ভোটযুদ্ধ। (বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ আহমদ আওয়াজবিডি করপোরেশন লিমিটেড, জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্ক, ইউএসএ (৩৭-৪২ ৭২ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস) নিউইয়র্ক-১১৩৭২
ফোন: +১৬৪৬৩০৯৬৬৬৫ ইমেইল: usa.awaazbd@gmail.com